চতুর্দশ অধ্যায়

সংসার সুখভোগের মহা অরণ্য

এই অধ্যায়ে সংসার-অরণ্যের প্রকৃত অর্থ বর্ণিত হয়েছে। বণিকেরা কখনও কখনও দুর্লভ বস্তু সংগ্রহ করার জন্য অরণ্যে প্রবেশ করে এবং অধিক লাভে সেগুলি নগরে বিক্রি করে। কিন্তু অরণ্যের পথ সর্বদাই বিপদসঙ্কুল। শুদ্ধ জীবাত্মা যখন ভগবানের সেবা পরিত্যাগ করে স্বতন্ত্রভাবে সুখভোগ করতে চায়, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাকে এই জড় জগতে প্রবেশ করার সুযোগ প্রদান করেন। *প্রেমবিবর্ত* গ্রন্থে বলা হয়েছে—*কৃষ্ণবহির্মুখ হঞা ভোগবাঞ্ছা করে* । এটিই শুদ্ধ জীবাত্মার জড় জগতে অধঃপতনের কারণ। জড়া প্রকৃতির তিন গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কর্ম করার ফলে জীব বিভিন্ন যোনিতে বিভিন্ন প্রকার স্থিতি প্রাপ্ত হয়। কখনও সে স্বর্গলোকে দেবত্ব লাভ করে, আবার কখনও নিম্নতর লোকে অতি নগণ্য স্থিতি লাভ করে। এই সম্পর্কে শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর বলেছেন, *নানা যোনি সদা ফিরে, কদর্য ভক্ষণ করে, তার জন্ম অধঃপাতে যায়* । পরম করুণাময় বৈষ্ণবের শরণ বিনা বদ্ধ জীব কখনও মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে না। *ভগবদ্গীতায়* সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি*—জীব তার মন এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়সহ তার জড়-জাগতিক জীবন শুরু করে এবং এই জড় জগতে জীবন-সংগ্রামে লিপ্ত হয়। ইন্দ্রিয়গুলিকে সেই অরণ্যে দস্যু-তস্করের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সেগুলি মানুষের জ্ঞান অপহরণ করে তাকে অবিদ্যার জালে ফেলে। এইভাবে ইন্দ্রিয়গুলি দস্যু-তস্করের মতো আধ্যাত্মিক জ্ঞান অপহরণ করে। তার উপর রয়েছে স্ত্রী-পুত্র আদি আত্মীয়-স্বজনেরা, যারা হচ্ছে সেই অরণ্যে হিংস্র পশুর মতো। এই সমস্ত হিংস্র পশুর একমাত্র কাজ হচ্ছে মানুষের মাংস খাওয়া। জীব শৃগাল, কুকুর ইত্যাদি (স্ত্রী-পুত্র) পশুদের তার উপর আক্রমণ করার সুযোগ দেয়, এবং তার ফলে তার আধ্যাত্মিক জীবন বিনষ্ট হয়ে যায়। সংসার-অরণ্যে সকলেই মশার মতো মাৎসর্য পরায়ণ, এবং ইঁদুর, ছুঁচো ইত্যাদি প্রাণীরা সর্বদাই সেখানে উৎপাতের সৃষ্টি করে। এই জড় জগতে সকলেই এক অপ্রীতিকর পরিস্থিতিতে রয়েছে, এবং তাদের ঘিরে রয়েছে মাৎসর্য পরায়ণ মানুষেরা এবং উপদ্রবকারী পশুরা। তার ফলে এই জড় জগতে জীবেরা সর্বদাই লুণ্ঠিত হচ্ছে এবং অন্যান্য

জীবদের দ্বারা দংশিত হচ্ছে। কিন্তু এই সমস্ত উৎপাত সত্ত্বেও সে তার সংসার-জীবন ত্যাগ করতে চায় না, এবং ভবিষ্যতে সুখী হওয়ার আশায় সকাম কর্ম করে চলে। এইভাবে সে কর্মবন্ধনে আরও গভীরভাবে জড়িয়ে পড়ে, এবং তার ফলে সে পাপকর্ম করতে বাধ্য হয়। দিনের বেলা সূর্য এবং রাত্রে চন্দ্র তার সমস্ত কার্যকলাপের সাক্ষী থাকে। দেবতারাও তার কার্যকলাপের সাক্ষী, কিন্তু বদ্ধ জীব মনে করে যে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রচেষ্টায় তার যে কর্ম তা কেউ দেখছে না। কখনও কখনও সে যখন ধরা পড়ে, তখন সে সাময়িকভাবে সবকিছু পরিত্যাগ করে, কিন্তু দেহের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত থাকার ফলে, সিদ্ধি লাভের পূর্বেই সে তার ত্যাগের আদর্শ পরিত্যাগ করে।

এই জড় জগতে বহু ঈর্ষাপরায়ণ মানুষ রয়েছে। কর আদায়কারী সরকার রয়েছে, যার তুলনা করা হয়েছে পেঁচার সঙ্গে, এবং অসহ্য শব্দ সৃষ্টিকারী অদৃশ্য ঝিল্লী রয়েছে। জড়া প্রকৃতির বিভিন্ন উৎপাতের দ্বারা জীব ভীষণভাবে উপদ্রুত হয়। অসৎ-সঙ্গে জীবের বুদ্ধি নষ্ট হয়। সংসার-জীবনের উৎপাত থেকে মুক্ত হওয়ার আশায়, জীব তথাকথিত যোগী, সাধু এবং অবতারদের শিকার হয়, যারা কিছু ভেল্‌কিবাজি দেখাতে পারে কিন্তু ভগবদ্ভক্তির তত্ত্ব সম্বন্ধে তাদের কোন জ্ঞান নেই। কখনও কখনও বদ্ধ জীব তার সমস্ত ধন-সম্পদ হারিয়ে ফেলে, এবং তার ফলে সে তার আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি নির্দয় হয়। এই জড় জগতে প্রকৃতপক্ষে সুখের লেশমাত্রও নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও বদ্ধ জীব জন্ম-জন্মান্তরে সুখভোগের চেষ্টা করে। সরকারী কর্মচারীরা ঠিক মাংসলোলুপ রাক্ষসদের মতো, যারা সরকারের হয়ে প্রচুর কর আদায় করে। এই করের ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে কঠোর পরিশ্রমকারী বদ্ধ জীব অত্যন্ত দুঃখ বোধ করে।

সকাম কর্মের পথ দুর্গম পর্বতের মতো, এবং কখনও কখনও বদ্ধ জীব সেই পর্বত অতিক্রম করতে চায়, কিন্তু তার সেই প্রচেষ্টায় সে কখনও সফল হতে পারে না। তার ফলে সে দুঃখ এবং নৈরাশ্য ভোগ করে। অর্থাভাবে ক্লিষ্ট হওয়ার ফলে, বদ্ধ জীব অনর্থক তার পরিবারের সদস্যদের তিরস্কার করে। জড় জগতে জীবের চারটি প্রধান প্রয়োজন রয়েছে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে নিদ্রা, যার তুলনা করা হয়েছে একটি অজগরের সঙ্গে। বদ্ধ জীব যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন সে তার প্রকৃত অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়, এবং নিদ্রিত অবস্থায় সে সংসার-জীবনের ক্লেশ অনুভব করতে পারে না। কখনও কখনও বদ্ধ জীব অভাবগ্রস্ত হয়ে চুরি করে। আপাতদৃষ্টিতে পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্য ভক্তদের সঙ্গ করা সত্ত্বেও সে এই প্রকার অসৎ কর্মে লিপ্ত হয়। যদিও তার একমাত্র কর্তব্য

হচ্ছে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া, কিন্তু তা সত্ত্বেও উপযুক্ত পথ-প্রদর্শকের অভাবে সে জড় জগতের বন্ধনে আরও বেশি করে জড়িয়ে পড়ে। এই জড় জগৎ বিভ্রান্তিজনক এবং তা সুখ, দুঃখ, আসক্তি, শত্রুতা এবং মাৎসর্য সমন্বিত দুঃখ-দুর্দশায় পূর্ণ। স্ত্রীসঙ্গের প্রতি আসক্ত হওয়ার ফলে যখন জীবের বুদ্ধি নষ্ট হয়, তখন তার চেতনা কলুষিত হয়। সে তখন সর্বদাই স্ত্রীসঙ্গের কথাই কেবল চিন্তা করে। কালরূপী সর্প ব্রহ্মা থেকে শুরু করে একটি নগণ্য পিপীলিকা পর্যন্ত সকলেরই প্রাণ হরণ করে। কখনও কখনও বদ্ধ জীব অমোঘ কালের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ভণ্ডদের আশ্রয় গ্রহণ করে। দুর্ভাগ্যবশত এই সমস্ত ভণ্ডেরা তাদের নিজেদের পর্যন্ত রক্ষা করতে পারে না, অতএব তারা অন্যদের রক্ষা করবে কি করে? এই সমস্ত ভণ্ডেরা যোগ্য ব্রাহ্মণ এবং বৈদিক শাস্ত্র থেকে লব্ধ জ্ঞানের অপেক্ষা করে না। তাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে মৈথুনসুখ চরিতার্থ করা এবং তাই তারা বিধবাদের পর্যন্ত যৌন জীবন যাপনের অধিকার দেবার পক্ষপাতী। তাদের অবস্থা ঠিক অরণ্যের বানরদের মতো। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এইভাবে মহারাজ পরীক্ষিতের কাছে সংসার-অরণ্য এবং তার দুর্গম পথের বিষয় বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ১

স হোবাচ

স এষ দেহাত্মমানিনাং সত্ত্বাদিগুণবিশেষবিকল্পিতকুশলাকুশলসমবহার-বিনির্মিতবিবিধদেহাবলিভির্বিয়োগসংযোগাদ্যনাদিসংসারানুভবস্য দ্বারভূতেন ষড়িন্দ্রিয়বর্গেণ তস্মিন্ দুর্গাধ্ববদসুগমেঽধ্বন্যাপতিত ঈশ্বরস্য ভগবতো বিষ্ণোর্বশবর্তিন্যা মায়য়া জীবলোকোঽয়ং যথা বণিক্সার্থোঽর্থপরঃ স্বদেহনিষ্পাদিতকর্মানুভবঃ শ্মশানবদশিবতমায়াং সংসারাটব্যাং গতো নাদ্যাপি বিফলবহুপ্রতিযোগেহস্তত্তাপোপশমনীং হরিগুরুচরণারবিন্দ-মধুকরানুপদবীমবরুন্ধে ॥ ১ ॥

সঃ—আত্ম-তত্ত্ববেত্তা ভক্ত (শ্রীশুকদেব গোস্বামী); **হ**—বস্তুতপক্ষে; **উবাচ**—বললেন; **সঃ**—সে (বদ্ধ জীব); **এষঃ**—এই; **দেহ-আত্ম-মানিনাম্**—যে মূর্খতাবশত তার দেহকে তার আত্মা বলে মনে করে; **সত্ত্ব-আদি**—সত্ত্ব, রজ এবং তম; **গুণ**—গুণের দ্বারা; **বিশেষ**—বিশেষ; **বিকল্পিত**—ভ্রান্ত ধারণা; **কুশল**—কখনও কখনও অনুকূল কর্মের দ্বারা; **অকুশল**—কখনও কখনও প্রতিকূল কর্মের দ্বারা; **সমবহার**—উভয়ের মিশ্রণের দ্বারা; **বিনির্মিত**—লব্ধ; **বিবিধ**—নানা প্রকার; **দেহ-আবলিভিঃ**—বহুবিধ

দেহের দ্বারা; **বিয়োগ-সংযোগ-আদি**—এক প্রকার দেহত্যাগ (বিয়োগ) এবং অন্য প্রকার দেহ ধারণ (সংযোগ)—এই লক্ষণ সমন্বিত; **অনাদি-সংসার-অনুভবস্য**—দেহান্তরের অনাদি প্রক্রিয়ার অনুভব; **দ্বার-ভূতেন**—দ্বাররূপে বিরাজমান; **ষট্-ইন্দ্রিয়-বর্গেণ**—মন এবং চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক—এই ছয়টি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা; **তস্মিন্**—তাতে; **দুর্গ-অধ্ব-বৎ**—দুর্গম পথের মতো; **অসুগমে**—যা অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন; **অধ্বনি**—অরণ্যের পথে; **আপতিতঃ**—ঘটে; **ঈশ্বরস্য**—নিয়ন্তার; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **বিষ্ণোঃ**—শ্রীবিষ্ণুর; **বশ-বর্তিন্যা**—বশবর্তী হয়ে কর্ম করে; **মায়য়া**—জড়া প্রকৃতির দ্বারা; **জীব-লোকঃ**—বদ্ধ জীব; **অয়ম্**—এই; **যথা**—ঠিক যেমন; **বণিক্**—বণিক; **সার্থঃ**—উদ্দেশ্য সমন্বিত; **অর্থ-পরঃ**—ধনের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত; **স-দেহ-নিষ্পাদিত**—নিজের দেহের দ্বারা অনুষ্ঠিত কর্ম; **কর্ম**—সকাম কর্ম; **অনুভবঃ**—যে অনুভব করে; **শ্মশান-বৎ অশিবতমায়াম্**—শ্মশানের মতো অশুভ; **সংসার-অটব্যাম্**—সংসাররূপ অরণ্যে; **গতঃ**—প্রবেশ করে; **ন**—না; **অদ্য-অপি**—এখন পর্যন্ত; **বিফল**—অকৃতকার্য; **বহু-প্রতিযোগ**—বহু বিঘ্ন এবং দুঃখ-দুর্দশায় পূর্ণ; **ঈহঃ**—এই জড় জগতে যার কার্যকলাপ; **তৎ-তাপ-উপশমনীম্**—সংসাররূপ অরণ্যে যা দুঃখ-দুর্দশার উপশম করে; **হরি-গুরু-চরণারবিন্দ**—ভগবান এবং তাঁর ভক্তের শ্রীপাদপদ্মে; **মধুকর-অনুপদবীম্**—ভ্রমরসদৃশ ভক্তরা যে পথ অনুগমন করেন; **অবরুন্ধে**—প্রাপ্ত হয়।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ যখন শুকদেব গোস্বামীকে সংসার-অরণ্যের প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তখন তার উত্তরে শুকদেব গোস্বামী বলেছিলেন—হে রাজন্, বণিক সর্বদা ধন উপার্জনে আগ্রহী। কখনও কখনও সে কাঠ, মাটি আদি স্বল্পমূল্য বস্তু সংগ্রহ করার জন্য অরণ্যে প্রবেশ করে, যাতে নগরে উচ্চ মূল্যে সেগুলি বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করতে পারে। তেমনই, বদ্ধ জীব জড়-জাগতিক লাভের জন্য লোলুপ হয়ে এই জড় জগতে প্রবেশ করে। বেরোবার পথ না জেনে সে ক্রমশ গভীর থেকে গভীরতর প্রদেশে প্রবেশ করে। জড় জগতে প্রবিষ্ট হয়ে শুদ্ধ জীব বিষ্ণু-মায়ায় মোহিত হয়ে বদ্ধ হয়ে পড়ে। এইভাবে জীব দৈবী মায়ার বশীভূত হয়। স্বতন্ত্র হয়ে এবং অরণ্যে বিভ্রান্ত হয়ে, সে ভগবানের সেবায় সর্বদা যুক্ত ভক্তের সঙ্গ লাভ করতে পারে না। দেহাত্মবুদ্ধিতে আচ্ছন্ন হওয়ার ফলে, সে মায়ার বশীভূত হয়ে একের পর এক বিভিন্ন প্রকার শরীর ধারণ করে এবং সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কর্মে প্রবৃত্ত হয়। এইভাবে বদ্ধ জীব কখনও স্বর্গে, কখনও মর্তে এবং কখনও নরকে নিম্ন যোনিতে বিচরণ করে।

এইভাবে সে বিভিন্ন শরীরে নিরন্তর দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে। তার কর্ম কখনও শুভ, কখনও অশুভ এবং কখনও মিশ্র। বদ্ধ জীব তার মনোধর্মের ফলে এই সমস্ত দৈহিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সে তার মন ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ব্যবহার করে এবং তার ফলে সে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন প্রকার শরীর প্রাপ্ত হয়। বহিরঙ্গা মায়া শক্তির নিয়ন্ত্রণাধীনে ইন্দ্রিয়গুলির ব্যবহার করার ফলে, জীব এই জড় জগতে বিভিন্ন দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে। প্রকৃতপক্ষে সে এই দুঃখ-দুর্দশা থেকে উদ্ধার পেতে চায়, কিন্তু কখনও কখনও বহু কষ্টে দুঃখ-দুর্দশার উপশম হলেও সে সাধারণত ব্যর্থ হয়। এইভাবে জীবন-সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে, সে ভ্রমরের মতো ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্মের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত শুদ্ধ ভক্তের শরণ গ্রহণ করতে পারে না।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হচ্ছে *হরি-গুরু-চরণারবিন্দ-মধুকর-অনুপদবীম্* । এই জড় জগতে বদ্ধ জীবেরা তাদের কার্যকলাপের ফলে দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত, এবং কখনও কখনও তারা অতি কষ্টে সেই অবস্থা থেকে ত্রাণ লাভ করে। মূল কথা হচ্ছে যে বদ্ধ জীব কখনই সুখী নয়। সে সর্বদাই বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করে। প্রকৃতপক্ষে তার একমাত্র প্রয়োজন হচ্ছে সদ্‌গুরুর শরণাগত হওয়া এবং তার মাধ্যমে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় অবলম্বন করা। সেই কথা বিশ্লেষণ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—*গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ* । এই সংসাররূপী অরণ্যে বা নগরে সর্বদা জীবন-সংগ্রামে রত জীব প্রকৃতপক্ষে সুখী নয়। তারা কেবল নানা রকম দুঃখ এবং সুখ ভোগ করছে। সাধারণত দুঃখ অশুভ। তারা সেই দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্তিলাভ করার চেষ্টা করে, কিন্তু অজ্ঞানতাবশত তারা তা করতে পারে না। *বেদে* তাই তাদের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—*তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ* । জীব যখন সংসার-অরণ্যে বা জীবন-সংগ্রামে হারিয়ে যায়, তখন তার প্রথম কর্তব্য হচ্ছে সর্বক্ষণ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্মের সেবায় যুক্ত সদ্‌গুরুকে খুঁজে পাওয়া। সে যদি নিতান্তই জীবন-সংগ্রাম থেকে মুক্ত হতে চায়, তাহলে তাকে অবশ্যই সদ্‌গুরুর অন্বেষণ করে, তাঁর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়ে তাঁর উপদেশ গ্রহণ করতে হবে। তাহলে সে এই সংগ্রাম থেকে মুক্তিলাভ করতে পারবে।

যেহেতু এখানে জড় জগৎকে একটি অরণ্যের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, তাই তর্ক উঠতে পারে যে, কলিযুগের সভ্যতা তো সাধারণত শহরগুলিতে অবস্থিত। এই সমস্ত বড় বড় শহরগুলি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একটি অরণ্যের মতো। শহরের

জীবন প্রকৃতপক্ষে অরণ্যের জীবন থেকেও অধিক বিপজ্জনক। কেউ যদি কোন এক অপরিচিত শহরে প্রবেশ করে যেখানে তার কোন বন্ধু নেই বা আশ্রয় নেই, তাহলে সেখানে বাস করা বনে বাস করার থেকেও বেশি কঠিন হবে। এই পৃথিবীতে অনেক বড় বড় শহর রয়েছে, এবং যেখানেই দৃষ্টিপাত করা যায় সেখানেই দেখা যায় যে, দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা জীবন-সংগ্রাম চলছে। ঘণ্টায় সত্তর-আশি মাইল বেগে গাড়িতে করে মানুষ ইতস্তত ছুটছে। তা জীবন-সংগ্রামের দৃশ্যটি আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরে। মানুষকে খুব ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে প্রচণ্ড গতিতে গাড়ি চালিয়ে কাজে যেতে হয়। সব সময় দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে এবং তাই খুব সাবধানতার সঙ্গে গাড়ি চালাতে হয়। গাড়ির মধ্যে জীব উৎকণ্ঠায় পূর্ণ থাকে, এবং তার এই সংগ্রাম মোটেই শুভ নয়। কুকুর-বিড়াল ইত্যাদি মনুষ্যেতর প্রাণীরাও দিবা-রাত্র কঠোর জীবন-সংগ্রাম করছে। এইভাবে জীবন-সংগ্রাম চলতে থাকে এবং বদ্ধ জীব এক পরিস্থিতি থেকে আর এক পরিস্থিতিতে স্থানান্তরিত হয়। কিছুকালের জন্য সে শিশু থাকে, কিন্তু তারপর তাকে একটি বালকে পরিণত হতে হয়। বালক থেকে সে যুবকে রূপান্তরিত হয় এবং যুবক থেকে প্রবীণ এবং বৃদ্ধে পরিণত হয়। অবশেষে দেহটি যখন অকেজো হয়ে যায়, তখন তাকে অন্য আর এক যোনিতে একটি নতুন দেহ ধারণ করতে হয়। দেহত্যাগকে বলা হয় মৃত্যু এবং অন্য আর একটি দেহ গ্রহণ করাকে বলা হয় জন্ম। মনুষ্য-জীবন হচ্ছে সদ্‌গুরুর শরণাগত হওয়ার, এবং তার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হওয়ার একটি বিশেষ সুযোগ। এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন শুরু হয়েছে মূর্খ নেতাদের দ্বারা বিপথে পরিচালিত মানব-সমাজের প্রতিটি সদস্যদের সেই সুযোগ প্রদান করার জন্য। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের শরণাগত না হলে, দুঃখ-দুর্দশায় পূর্ণ এই জীবন-সংগ্রাম থেকে মুক্তি লাভের আর কোন উপায় নেই। জড়-জাগতিক প্রচেষ্টাগুলি কেবল পরিস্থিতির পরিবর্তন করে, তার দ্বারা কখনই জীবন-সংগ্রাম থেকে মুক্তিলাভ করা যায় না। একমাত্র উপায় হচ্ছে সদ্‌গুরুর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় অবলম্বন করে, তাঁর মাধ্যমে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হওয়া।

শ্লোক ২

যস্যামু হ বা এতে ষড়িন্দ্রিয়নামানঃ কর্মণা দস্যব এব তে। তদ্‌যথা পুরুষস্য ধনং যৎ কিঞ্চিদ্ধর্মৌপয়িকং বহুকৃচ্ছ্রাধিগতং সাক্ষাৎপরম-পুরুষারাধনলক্ষণো যোঽসৌ ধর্মস্তং তু সাম্পরায় উদাহরন্তি। তদ্ধর্ম্যং

ধনং দর্শনস্পর্শনশ্রবণাস্বাদনাবঘ্রাণসঙ্কল্পব্যবসায়গৃহগ্রাম্যোপভোগেন কুনাথস্যাজিতাত্মনো যথা সার্থস্য বিলুম্পন্তি ॥ ২ ॥

যস্যাম্—যাতে; **উ হ**—নিশ্চিতভাবে; **বা**—অথবা; **এতে**—এই সমস্ত; **ষট্-ইন্দ্রিয়-নামানঃ**—ষড়িন্দ্রিয় নামক (মন এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়); **কর্মণা**—তাদের কার্যকলাপের দ্বারা; **দস্যবঃ**—দস্যু; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **তে**—তারা; **তৎ**—তা; **যথা**—যেমন; **পুরুষস্য**—ব্যক্তির; **ধনম্**—ধন; **যৎ**—যা কিছু; **কিঞ্চিৎ**—কিছু; **ধর্ম-ঔপয়িকম্**—ধর্ম অনুষ্ঠানের উপায়; **বহু-কৃচ্ছ্র-অধিগতম্**—বহু কষ্টে উপার্জিত; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **পরম-পুরুষ-আরাধন-লক্ষণঃ**—যার লক্ষণ হচ্ছে যজ্ঞ ইত্যাদির দ্বারা ভগবানের পূজা করা; **যঃ**—যা; **অসৌ**—তা; **ধর্মঃ**—ধর্ম; **তম্**—তা; **তু**—কিন্তু; **সাম্পরায়ে**—জীবের পারলৌকিক লাভের জন্য; **উদাহরন্তি**—জ্ঞানী ব্যক্তি ঘোষণা করেন; **তৎ-ধর্ম্যম্**—ধার্মিক(বর্ণাশ্রম ধর্ম-সম্পর্কিত); **ধনম্**—ধন; **দর্শন**—দর্শনের দ্বারা; **স্পর্শন**—স্পর্শের দ্বারা; **শ্রবণ**—শ্রবণের দ্বারা; **আস্বাদন**—স্বাদ গ্রহণের দ্বারা; **অবঘ্রাণ**—ঘ্রাণের দ্বারা; **সঙ্কল্প**—সঙ্কল্পের দ্বারা; **ব্যবসায়**—সিদ্ধান্তের দ্বারা; **গৃহ**—জড়-জাগতিক গৃহে; **গ্রাম্য-উপভোগেন**—জড় ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের দ্বারা; **কুনাথস্য**—বিভ্রান্ত বদ্ধ জীবের; **অজিত-আত্মনঃ**—যে নিজেকে সংযত করেনি; **যথা**—ঠিক যেমন; **সার্থস্য**—ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনে আগ্রহী জীবের; **বিলুম্পন্তি**—অপহরণ করে।

অনুবাদ

সংসার-অরণ্যে অসংযত ইন্দ্রিয়গুলি ঠিক দস্যুর মতো। বদ্ধ জীব কৃষ্ণভক্তির বিকাশের জন্য ধন উপার্জন করতে পারে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের মাধ্যমে তার অসংযত ইন্দ্রিয়গুলি তার সেই ধন অপহরণ করে নেয়। ইন্দ্রিয়গুলি দস্যুসদৃশ, কারণ দর্শন, ঘ্রাণ, স্বাদ, স্পর্শ, শ্রবণ, বাসনা এবং সংকল্পের দ্বারা অনর্থক তাকে দিয়ে তার অর্থ ব্যয় করায়। এইভাবে বদ্ধ জীব তার ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগ করতে বাধ্য হয়, এবং তার ফলে তার সমস্ত ধন ব্যয় হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে এই ধন ধর্ম অনুষ্ঠানের জন্য উপার্জন করা হয়েছিল, কিন্তু দস্যুসদৃশ ইন্দ্রিয়গুলি সেগুলি অপহরণ করে নিয়ে যায়।

তাৎপর্য

পূর্বজন্মার্জিতা বিদ্যা পূর্বজন্মার্জিতং ধনং অগ্রে ধাবতি ধাবতি । বর্ণাশ্রম-ধর্ম অনুশীলনের দ্বারা জড় জগতে উন্নত স্থিতি লাভ করা যায়। তার ফলে মানুষ ধনবান, বিদ্বান, রূপবান এবং সম্ভ্রান্ত বংশীয় হতে পারে। যার এই সম্পদগুলি

রয়েছে বুঝতে হবে যে, সেগুলি কৃষ্ণভক্তির উন্নতি সাধনের জন্য। দুর্ভাগ্যবশত মানুষ যখন বিপথে পরিচালিত হয়, তখন সে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য তার উচ্চ পদের অপব্যবহার করে। তাই অসংযত ইন্দ্রিয়গুলিকে দস্যুর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ধর্ম অনুষ্ঠানের ফলে মানুষ যে উচ্চ পদ প্রাপ্ত হয়, দস্যুসদৃশ ইন্দ্রিয়গুলি তা অপহরণ করে নেয়। বর্ণাশ্রম-ধর্মের ভিত্তিতে যে ধর্ম-অনুষ্ঠান হয়, তার ফলে মানুষ নানা রকম সুযোগ-সুবিধা লাভ করে। এই সমস্ত সম্পদগুলি অনায়াসে কৃষ্ণভক্তির উন্নতি সাধনের জন্য ব্যবহার করা যায়। মানুষের বোঝা উচিত যে, জড় জগতে ধন-সম্পদ এবং অন্যান্য যে সমস্ত সুযোগ পাওয়া যায়, সেগুলি ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য অপব্যবহার করা উচিত নয়। সেগুলির উদ্দেশ্য কৃষ্ণভক্তির বিকাশ সাধন। তাই এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন মানুষকে এক বিশেষ পন্থায় মন এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় সংযত করার শিক্ষা দিচ্ছে। মানুষের কর্তব্য একটু কৃচ্ছ্রসাধন করা এবং নিয়ন্ত্রিত ভগবদ্ভক্তির জীবন ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে অর্থ ব্যয় না করা। ইন্দ্রিয়গুলি চায় সুন্দর বস্তু দর্শন করতে; তাই মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের শৃঙ্গারের জন্য অর্থ ব্যয় করা উচিত। তেমনই, জিহ্বা সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্য আস্বাদন করতে চায়। তাই উপাদেয় সমস্ত খাদ্যসামগ্রী কিনে এনে ভগবানকে ভোগ দেওয়া উচিত। নাক চায় সুগন্ধ উপভোগ করতে; তাই সুগন্ধি ফুল ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে নিবেদন করে তার সৌরভ ঘ্রাণ করা যেতে পারে। তেমনই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র শ্রবণের মাধ্যমে কর্ণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন করা সম্ভব। এইভাবে ইন্দ্রিয়গুলি সংযত করা যায় এবং কৃষ্ণভক্তির বিকাশ সাধনে তাদের সদ্ব্যবহার করা যায়। তার ফলে অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, মাংস আহার, আসবপান এবং দ্যূতক্রীড়ার মাধ্যমে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের দ্বারা উচ্চ পদের অপব্যবহার হয় না। এই জড় জগতে মানুষ গাড়ি চালিয়ে, নাইট ক্লাবে সময় নষ্ট করে অথবা রেস্টুরেন্টে অখাদ্য-কুখাদ্য আহার করে তার ঐশ্বর্যের অপচয় করে। এইভাবে, বহু কষ্টে বদ্ধ জীব যে ধন-সম্পদ সঞ্চয় করেছিল, দস্যুসদৃশ ইন্দ্রিয়গুলি তা অপহরণ করে নেয়।

শ্লোক ৩

অথ চ যত্র কৌটুম্বিকা দারাপত্যাদয়ো নাম্না কর্মণা বৃকসৃগালা এবানিচ্ছতোঽপি কদর্যস্য কুটুম্বিন উরণকবৎ সংরক্ষ্যমাণং মিষতোঽপি হরন্তি ॥ ৩ ॥

অথ—এইভাবে; **চ**—ও; **যত্র**—যাতে; **কৌটুম্বিকাঃ**—আত্মীয়-স্বজন; **দার-অপত্য-আদয়ঃ**—স্ত্রী-পুত্র আদি; **নাম্না**—কেবল নামে মাত্র; **কর্মণা**—তাদের আচরণের দ্বারা;

বৃক-সৃগালাঃ—নেকড়ে বাঘ এবং শিয়াল; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অনিচ্ছতঃ**—যে তার ধন ব্যয় করতে চায় না; **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **কদর্যস্য**—অত্যন্ত কৃপণ; **কুটুম্বিনঃ**—আত্মীয়-স্বজন পরিবৃত; **উরণক-বৎ**—ভেড়ার মতো; **সংরক্ষ্যমাণম্**—সুরক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও; **মিষতঃ**—দর্শকের; **অপি**—ও; **হরন্তি**—বলপূর্বক ছিনিয়ে নেয়।

অনুবাদ

হে রাজন্, এই জড় জগতে স্ত্রী-পুত্র আদি কেবল নামে মাত্রই আত্মীয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা ব্যাঘ্র এবং শৃগালের মতো আচরণ করে। মেষপালক যথাসাধ্য তার মেষ সংরক্ষণ করার চেষ্টা করে, কিন্তু ব্যাঘ্র এবং শৃগালেরা বলপূর্বক তাদের অপহরণ করে নেয়। তেমনই কৃপণ মানুষ যদিও অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে তার ধন আগলে রাখতে চায়, তবুও তার পরিবারের লোকজন তার সমস্ত ধন-সম্পদ বলপূর্বক অপহরণ করে নেয়।

তাৎপর্য

এক হিন্দি কবি গেয়েছেন—*দিন কা ডাকিনী রাত কা বাঘিনী পলক্ পলক্ রহু চুষে* । পত্নীকে দিনের বেলা ডাকিনীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এবং রাত্রে বাঘিনীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তার একমাত্র কাজ হচ্ছে দিন-রাত তার পতির রক্ত চোষা। পতিকে দিনের বেলা রক্ত জল করে গৃহস্থালীর জন্য অর্থ উপার্জন করতে হয়, আর রাত্রে মৈথুনসুখের জন্য তাকে বীর্যরূপে রক্ত ক্ষয় করতে হয়। এইভাবে তার পত্নীর প্রভাবে দিন-রাত তার রক্ত ক্ষরণ হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে এতই উন্মাদ যে, অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে সে তার ভরণ-পোষণ করে। তেমনই সন্তান-সন্ততিরা হচ্ছে বাঘ, শৃগাল এবং নেকড়ের মতো। বাঘ, শৃগাল এবং নেকড়েরা যেমন মেষপালকের সতর্ক প্রতিরক্ষা সত্ত্বেও মেষ অপহরণ করে নেয়, তেমনই পিতা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে তার টাকা-পয়সা আগলে রাখার চেষ্টা করলেও, সন্তান-সন্ততিরা তা তার কাছ থেকে নিয়ে নেয়। এইভাবে পরিবারের সদস্যদের স্ত্রী-পুত্র ইত্যাদি বলা হলেও, প্রকৃতপক্ষে তারা হচ্ছে হিংস্র পশু।

শ্লোক ৪

যথা হ্যনুবৎসরং কৃষ্যমাণমপ্যদগ্ধবীজং ক্ষেত্রং পুনরেবাবপনকালে গুল্মতৃণবীরুদ্ভির্গহ্বরমিব ভবত্যেবমেব গৃহাশ্রমঃ কর্মক্ষেত্রং যস্মিন্ন হি কর্মাণ্যুৎসীদন্তি যদয়ং কামকরণ্ড এষ আবসথঃ ॥ ৪ ॥

যথা—ঠিক যেমন; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অনুবৎসরম্**—প্রতি বছর; **কৃষ্যমাণম্**—কর্ষণ করা হয়; **অপি**—যদিও; **অদগ্ধ-বীজম্**—দগ্ধ হয়নি যে বীজ; **ক্ষেত্রম্**—ক্ষেত্র; **পুনঃ**—পুনরায়; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **আবপন-কালে**—বীজ বপন করার সময়ে; **গুল্ম**—গুল্মর দ্বারা; **তৃণ**—ঘাসের দ্বারা; **বীরুদ্ভিঃ**—লতার দ্বারা; **গহ্বরম্ ইব**—গহ্বর-সদৃশ; **ভবতি**—হয়; **এবম্**—এইভাবে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **গৃহ-আশ্রমঃ**—পারিবারিক জীবন; **কর্ম-ক্ষেত্রম্**—কর্মভূমি; **যস্মিন্**—যাতে; **ন**—না; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **কর্মাণি উৎসীদন্তি**—সকাম কর্ম বিলুপ্ত হয়ে যায়; **যৎ**—অতএব; **অয়ম্**—এই; **কাম-করণ্ডঃ**—কর্ম বাসনার ভাণ্ড; **এষঃ**—এই; **আবসথঃ**—আবাস।

অনুবাদ

কৃষক প্রতি বছর তার ক্ষেত কর্ষণ করে, তৃণ-গুল্ম উৎপাটনের দ্বারা ক্ষেত পরিষ্কার করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই সমস্ত তৃণ-গুল্মের বীজ দগ্ধ না হওয়ার ফলে, যখন শস্যের চারা বপন করা হয়, তখন তৃণ-গুল্মাদি আবার গজিয়ে ওঠে। লাঙ্গল দিয়ে সেগুলি উপড়ে ফেললেও আবার সেগুলি ঘনভাবে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। তেমনই গৃহস্থ-আশ্রম সকাম কর্মের ক্ষেত্র। পারিবারিক জীবন ভোগ করার বাসনা সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ না হওয়া পর্যন্ত বার বার তা উদয় হতে থাকে। পাত্র থেকে কর্পূর সরিয়ে নিলেও যেমন সেই পাত্রে কর্পূরের গন্ধ থেকে যায়, তেমনই যতক্ষণ পর্যন্ত বাসনার বীজ নষ্ট না করা হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সকাম কর্মের নাশ হয় না।

তাৎপর্য

বাসনা যতক্ষণ পর্যন্ত ভগবানের সেবায় সম্পূর্ণরূপে রূপান্তরিত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সংসার-সুখের বাসনা থেকে যায়, এমনকি সন্ন্যাস গ্রহণ করার পরেও। কখনও কখনও আমাদের আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘে ভাবাবেগের বশবর্তী হয়ে কেউ কেউ সন্ন্যাস গ্রহণ করে, কিন্তু যেহেতু জড় বাসনা পূর্ণরূপে দগ্ধ হয়নি, তাই তাদের খ্যাতি এবং প্রতিষ্ঠায় জলাঞ্জলি দিয়ে, তারা পুনরায় গৃহস্থ-আশ্রম অবলম্বন করে। ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় সম্পূর্ণরূপে যুক্ত হওয়ার ফলে, এই সমস্ত প্রবল বাসনা সর্বতোভাবে দগ্ধ করা যায়।

শ্লোক ৫

তত্রগতো দংশমশকসমাপসদৈর্মনুজৈঃ শলভশকুন্ততস্করমূষকাদিভি-রুপরুধ্যমানবহিঃপ্রাণঃ ক্বচিৎ পরিবর্তমানোঽস্মিন্নধ্বন্যবিদ্যাকামকর্ম-

ভিরুপরক্তমনসানুপপন্নার্থং নরলোকং গন্ধর্বনগরমুপপন্নমিতি মিথ্যা-দৃষ্টিরনুপশ্যতি ॥ ৫ ॥

তত্র—সেই গৃহস্থ-জীবনে; **গতঃ**—গিয়ে; **দংশ**—গোমাছি; **মশক**—মশা; **সম**—সদৃশ; **অপসদৈঃ**—নীচ; **মনুজৈঃ**—মানুষদের দ্বারা; **শলভ**—পতঙ্গ; **শকুন্ত**—শকুনি; **তস্কর**—চোর; **মূষকাদিভিঃ**—মূষিক ইত্যাদির দ্বারা; **উপরুধ্যমান**—পীড়িত হয়ে; **বহিঃ-প্রাণঃ**—ধন-সম্পদ আদি বাহ্য প্রাণবায়ু; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও; **পরিবর্তমানঃ**—ভ্রমণ করে; **অস্মিন্**—এই; **অধ্বনি**—সংসার মার্গে; **অবিদ্যা-কাম**—অবিদ্যা এবং কামের দ্বারা; **কর্মভিঃ**—সকাম কর্মের দ্বারা; **উপরক্ত-মনসা**—মন প্রভাবিত হওয়ার ফলে; **অনুপপন্ন-অর্থম্**—যাতে বাঞ্ছিত ফল কখনও লাভ হয় না; **নর-লোকম্**—এই জড় জগৎ; **গন্ধর্ব-নগরম্**—গন্ধর্ব নগরী; **উপপন্নম্**—বিদ্যমান; **ইতি**—এইভাবে মনে করে; **মিথ্যা-দৃষ্টিঃ**—ভ্রান্ত দৃষ্টি যার; **অনুপশ্যতি**—দর্শন করে।

অনুবাদ

কখনও কখনও বদ্ধ জীব গৃহস্থ-আশ্রমে তার ধন-সম্পদের প্রতি আসক্ত হয়ে দংশ, মশা, শকুনি, মূষিকসদৃশ মানুষদের দ্বারা পীড়িত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে এই সংসার মার্গেই ভ্রমণ করতে থাকে। অজ্ঞানের ফলে সে কামার্ত হয়ে সকাম কর্মে প্রবৃত্ত হয়। যেহেতু তার মন এই সমস্ত কার্যকলাপে মগ্ন থাকে, তাই এই জড় জগৎ আকাশ-কুসুমের মতো অলীক হলেও তার কাছে তা নিত্য বলে প্রতিভাত হয়।

তাৎপর্য

শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন—

অহঙ্কারে মত্ত হঞা, নিতাই-পদ পাসরিয়া
অসত্যেরে সত্য করি' মানি ।

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীপাদপদ্মের কথা ভুলে যাওয়ার ফলে এবং পার্থিব ধন-সম্পদের গর্বে গর্বিত হওয়ার ফলে, মানুষ এই ভ্রান্ত, অনিত্য জড় জগৎকে বাস্তব সত্য বলে মনে করে। সেটিই হচ্ছে ভবরোগ। জীব নিত্য আনন্দময়, কিন্তু এই জড় জগৎ দুঃখ-দুর্দশায় পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও, অজ্ঞানের ফলে সে এই জড় জগৎকে বাস্তব বলে মনে করে।

শ্লোক ৬

তত্র চ ক্বচিদাতপোদকনিভান্ বিষয়ানুপধাবতি পানভোজনব্যবায়াদি-ব্যসনলোলুপঃ ॥ ৬ ॥

তত্র—সেখানে (সেই গন্ধর্বপুরে); **চ**—ও; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও; **আতপ-উদক-নিভান্**—মরুভূমিতে মরীচিকার মতো; **বিষয়ান্**—ইন্দ্রিয় সুখভোগের বস্তুসমূহ; **উপধাবতি**—ধাবিত হয়; **পান**—পান করার জন্য; **ভোজন**—আহার করার জন্য; **ব্যবায়**—মৈথুন; **আদি**—ইত্যাদি; **ব্যসন**—আসক্তি; **লোলুপঃ**—লম্পট।

অনুবাদ

কখনও কখনও এই গন্ধর্বপুরে বদ্ধ জীব পান, ভোজন ও স্ত্রীসঙ্গ করে। এই সমস্ত বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে সে মরুভূমিতে মৃগতৃষ্ণার মতো তাদের পিছনে ধাবিত হয়।

তাৎপর্য

দুটি জগৎ রয়েছে—চিৎ-জগৎ এবং জড় জগৎ। জড় জগৎ মরুভূমির মরীচিকার মতো অবাস্তব। মরুভূমিতে পশুরা তৃষ্ণার্থ হয়ে মরীচিকাকে জল বলে মনে করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেখানে জল নেই। তেমনই, যারা পশুসদৃশ তারা সংসার মরুভূমিতে শান্তির অন্বেষণ করে। বিভিন্ন শাস্ত্রে বার বার বলা হয়েছে যে, এই জড় জগতে কোন আনন্দ নেই। এমনকি আমরা যদি নিরানন্দ হয়েও এখানে থাকতে চাই, তবুও আমাদের তা করতে দেওয়া হয় না। *ভগবদ্গীতায়* শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, এই জড় জগৎ দুঃখ-দুর্দশায় পূর্ণ (*দুঃখালয়ম্*) এবং অনিত্য (*অশাশ্বতম্*)। আমরা যদি দুঃখ-দুর্দশার মধ্যেও এখানে থাকতে চাই, তবুও আমাদের তা করতে দেওয়া হয় না। দেহান্তরিত হয়ে আমাদের অন্য আর একটি দুঃখময় পরিস্থিতিতে প্রবেশ করতে বাধ্য করা হয়।

শ্লোক ৭

ক্বচিচ্চাশেষদোষনিষদনং পুরীষবিশেষং তদ্বর্ণগুণনির্মিতমতিঃ সুবর্ণমুপাদিৎসত্যগ্নিকামকাতর ইবোল্মুকপিশাচম্ ॥ ৭ ॥

ক্বচিৎ—কখনও কখনও; **চ**—ও; **অশেষ**—অন্তহীন; **দোষ**—দোষের; **নিষদনম্**—উৎস; **পুরীষ**—মল; **বিশেষম্**—বিশেষ প্রকার; **তৎ-বর্ণ-গুণ**—যার রং রজোগুণের

মতো (লাল); **নির্মিত-মতিঃ**—যার মন তাতে মগ্ন; **সুবর্ণম্**—সোনা; **উপাদিৎসতি**—প্রাপ্ত হওয়ার বাসনা করে; **অগ্নি-কাম**—আগুন লাভ করার বাসনায়; **কাতরঃ**—আর্ত; **ইব**—সদৃশ; **উল্মুক-পিশাচম্**—আলেয়ার আলো, যাকে কখনও কখনও জাজ্বল্যমান পিশাচ বলে মনে করা হয়।

অনুবাদ

জীব কখনও কখনও স্বর্ণ নামক পীত বর্ণের বিষ্ঠার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তার পিছনে ধাবিত হয়। এই স্বর্ণ জড় ঐশ্বর্য ও হিংসার উৎস, এবং তার ফলে জীব অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, দ্যূতক্রীড়া, মাংসাহার এবং আসব পানে সমর্থ হয়। যাদের মন রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত তারা স্বর্ণের প্রতি আকৃষ্ট হয়, ঠিক যেমন অরণ্যে শীতার্ত ব্যক্তি আলেয়ার আলোকে অগ্নি বলে মনে করে তার প্রতি ধাবিত হয়।

তাৎপর্য

পরীক্ষিৎ মহারাজ কলিকে তাঁর রাজ্য থেকে নির্বাসিত করে চারটি স্থানে থাকার অনুমতি দিয়েছিলেন। সেই স্থানগুলি হচ্ছে—বেশ্যালয়, মদিরালয়, কসাইখানা এবং দ্যূতক্রীড়ার স্থান। কিন্তু তা সত্ত্বেও, কলি তাঁকে অনুরোধ করেছিল যাতে তিনি তাকে এমন একটি স্থান দেন যেখানে এই চারটি স্থান অন্তর্ভুক্ত। তখন পরীক্ষিৎ মহারাজ তাকে সেই স্থানটি দিয়েছিলেন যেখানে স্বর্ণ সঞ্চিত হয়। স্বর্ণ এই চারটি পাপের আকর, তাই আধ্যাত্মিক জীবনে যতদূর সম্ভব স্বর্ণকে পরিত্যাগ করা উচিত। স্বর্ণ থাকলেই অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, আমিষ আহার, দ্যূতক্রীড়া এবং আসবপান অবশ্যই থাকবে। পাশ্চাত্য জগতের মানুষদের যেহেতু প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ রয়েছে, তাই তারা এই চারটি পাপকর্মের শিকার হয়েছে। স্বর্ণের বর্ণ অত্যন্ত উজ্জ্বল, এবং বিষয়াসক্ত মানুষেরা সেই পীত বর্ণের প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়। কিন্তু স্বর্ণ হচ্ছে এক প্রকারের বিষ্ঠা। মানুষের যখন যকৃতের রোগ হয়, তখন তারা পীতবর্ণের বিষ্ঠা ত্যাগ করে। সেই বিষ্ঠার রং বিষয়াসক্ত মানুষদের আকর্ষণ করে, ঠিক যেমন শীতার্ত ব্যক্তি আলেয়ার আলোকে আগুন বলে মনে করে তার প্রতি ধাবিত হয়।

শ্লোক ৮

অথ কদাচিন্নিবাসপানীয়দ্রবিণাদ্যনেকাত্মোপজীবনাভিনিবেশ এতস্যাং সংসারাটব্যামিতস্ততঃ পরিধাবতি ॥ ৮ ॥

অথ—এইভাবে; **কদাচিৎ**—কখনও কখনও; **নিবাস**—বাসস্থান; **পানীয়**—জল; **দ্রবিণ**—ধন; **আদি**—ইত্যাদি; **অনেক**—বিবিধ প্রকার; **আত্ম-উপজীবন**—যা দেহধারণের জন্য প্রয়োজন বলে মনে করা হয়; **অভিনিবেশঃ**—সম্পূর্ণরূপে মগ্ন; **এতস্যাম্**—এই; **সংসার-অটব্যাম্**—সংসার-অরণ্যে; **ইতস্ততঃ**—এদিক সেদিক; **পরিধাবতি**—দৌড়িয়ে বেড়ায়।

অনুবাদ

কখনও কখনও বদ্ধ জীব বাসস্থান, জল, ধন প্রভৃতি জীবনধারণের বস্তুসমূহে অভিনিবিষ্ট হয়ে এই সংসার-অরণ্যে ইতস্তত দৌড়িয়ে বেড়ায়।

তাৎপর্য

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দরিদ্র বণিক বন থেকে অনায়াস-লব্ধ বস্তু সংগ্রহ করে শহরে সেগুলি বিক্রি করে ধন সংগ্রহ করতে চায়। জীবনধারণের চিন্তায় সে এতই মগ্ন থাকে যে, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তার প্রকৃত সম্পর্কের কথা ভুলে গিয়ে সে কেবল দেহসুখেরই অন্বেষণ করে। এই প্রকার জড়-জাগতিক কার্যকলাপই বদ্ধ জীবের একমাত্র লক্ষ্য। জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য না জেনে, বিষয়াসক্ত ব্যক্তি জীবনধারণের প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি সংগ্রহ করার চেষ্টায় নিরন্তর এই জড় জগতে ভ্রমণ করে। আবশ্যক বস্তুগুলি যথেষ্ট পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও, জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য না জানার ফলে, সে কৃত্রিম আবশ্যকীয় বস্তু উৎপাদন করে সেগুলির বন্ধনে অধিক থেকে অধিকতরভাবে জড়িয়ে পড়ে। সে এমন এক মানসিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে যাতে তার অধিক থেকে অধিকতর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রয়োজন হয়। বিষয়াসক্ত মানুষ প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে বাস করার রহস্য অবগত নয়। *ভগবদ্গীতায়* (৩/২৭) সেই কথা প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥

"জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত মোহাচ্ছন্ন আত্মা নিজেকে তার কর্মের কর্তা বলে মনে করে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সেই কর্মগুলি সাধিত হয় প্রকৃতির দ্বারা।" কাম বাসনার ফলে জীব এক বিশেষ প্রকার মানসিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, যার ফলে সে এই জড় জগৎকে ভোগ করতে চায়। তার ফলে সে এই জড় জগতের বন্ধনে জড়িয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন দেহে প্রবেশ করে কষ্টভোগ করে।

শ্লোক ৯

ক্বচিচ্চ বাত্যৌপম্যয়া প্রমদয়াহরোহমারোপিতস্তৎকালরজসা রজনীভূত ইবাসাধুমর্যাদো রজস্বলাক্ষেহপি দিগ্‌দেবতা অতিরজস্বলমতির্ন বিজানাতি ॥ ৯ ॥

ক্বচিৎ—কখনও কখনও; **চ**—ও; **বাত্যা ঔপম্যয়া**—ঘূর্ণিবায়ু সদৃশ; **প্রমদয়া**—সুন্দরী রমণীর দ্বারা; **আরোহম্ আরোপিতঃ**—মৈথুনসুখ ভোগের জন্য কোলে উঠিয়ে নিয়ে; **তৎ-কাল-রজসা**—সেই সময় কামবাসনার আবেগের দ্বারা; **রজনী-ভূতঃ**—রাত্রির অন্ধকার; **ইব**—সদৃশ; **অসাধু-মর্যাদঃ**—উচ্চতর সাক্ষীদের উপযুক্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করে; **রজঃ-বল-অক্ষঃ**—প্রবল কামবাসনার প্রভাবে অন্ধ হয়ে; **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **দিক্-দেবতাঃ**—চন্দ্র, সূর্য আদি বিভিন্ন দিকের অধ্যক্ষ দেবতারা; **অতিরজঃ-বল-মতিঃ**—যার মন কামের দ্বারা অভিভূত হয়েছে; **ন বিজানাতি**—সে জানে না (তার অবৈধ যৌন আচরণের কার্যকলাপ যে সাক্ষীরা চতুর্দিকে দর্শন করছেন)।

অনুবাদ

কখনও কখনও বদ্ধ জীব যেন ঘূর্ণিবায়ুর ধূলির প্রভাবে অন্ধ হয়ে প্রমদার সৌন্দর্য দর্শনে মোহিত হয় এবং এইভাবে রমণীর অঙ্কে আরোপিত হয়, তখন তার বিবেক রজোগুণের প্রভাবে অভিভূত হয়ে পড়ে। এইভাবে সে কামবাসনার দ্বারা অন্ধ হয়ে বিধিমার্গের মর্যাদা লঙ্ঘন করে। সে জানে না যে তার এই অবৈধ আচরণ বিভিন্ন দেবতারা দর্শন করছেন, এবং রাতের অন্ধকারে অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ করলেও ভবিষ্যতে সেই জন্য তাকে দণ্ডভোগ করতে হবে।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৭/১১) *বলা হয়েছে—ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোহস্মি ভরতর্ষভ।* মৈথুন কেবল সন্তান উৎপাদনের জন্যই অনুমোদন করা হয়, যৌনসুখ ভোগের জন্য নয়। পরিবার, সমাজ এবং পৃথিবীর মঙ্গলের উদ্দেশ্যে সন্তান উৎপাদনের জন্য মৈথুনকার্যে লিপ্ত হওয়া যায়। তা না হলে, মৈথুন ধর্মবিরুদ্ধ। বিষয়াসক্ত মানুষ বিশ্বাস করে না যে, প্রকৃতিতে সবকিছুই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, এবং সে জানে না যে কেউ যদি কোন অন্যায় আচরণ করে, তাহলে বিভিন্ন দেবতারা তার সাক্ষী থাকেন। কোন ব্যক্তি যখন অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ করে, তখন সে কামবাসনার দ্বারা অন্ধ হওয়ার ফলে মনে করে যে, কেউই তাকে দেখছে না, কিন্তু ভগবানের প্রতিনিধিরা

তার সেই অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ খুব ভালভাবে দর্শন করেন। তাই তাকে নানাভাবে দণ্ডভোগ করতে হয়। বর্তমান কলিযুগে অবৈধ স্ত্রীসঙ্গের ফলে বহু স্ত্রী গর্ভবতী হচ্ছে এবং তারা প্রায়ই গর্ভপাত করছে। এই সমস্ত পাপকর্ম ভগবানের প্রতিনিধিরা দর্শন করছেন এবং জড়া প্রকৃতির কঠোর নিয়মে ভবিষ্যতে সেই জন্য তাদের দণ্ডভোগ করতে হবে (*দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া*)। অবৈধ স্ত্রীসঙ্গের পাপ কখনও ক্ষমা করা হয় না, এবং যারা সেই কর্মে লিপ্ত হয়, তাদের জন্ম-জন্মান্তরে দণ্ডভোগ করতে হয়। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (১৬/২০) প্রতিপন্ন হয়েছে—

আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি ।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥

"জন্মে জন্মে অসুর যোনি প্রাপ্ত হয়ে সেই সমস্ত মূঢ় ব্যক্তিরা কখনও আমাকে জানতে পারে না। তারা ক্রমশ অধঃপতিত হয়ে অত্যন্ত জঘন্য গতি প্রাপ্ত হয়।"

পরমেশ্বর ভগবান কখনও কাউকে প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধ কর্ম করার অনুমতি দেন না; তাই অবৈধ স্ত্রীসঙ্গের ফলে জন্ম-জন্মান্তরে দণ্ডভোগ করতে হয়। অবৈধ স্ত্রীসঙ্গের ফলে স্ত্রীলোকেরা গর্ভবতী হয় এবং তারা তখন সেই অবাঞ্ছিত গর্ভের ভ্রূণ হত্যা করে। যারা এই পাপকর্মে লিপ্ত হয়, তাদের পরবর্তী জন্মে সেইভাবে দণ্ডভোগ করতে হয়। পরবর্তী জন্মে তারা মাতৃজঠরে প্রবেশ করে এবং সেইভাবে নিহত হয়। কৃষ্ণভক্তির দিব্যস্তরে অধিষ্ঠিত থাকার ফলে, এই ধরনের পাপকার্য এড়ান যায়। তার ফলে মানুষ পাপকর্মে লিপ্ত হয় না। কামনাবাসনা জনিত অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ সব চাইতে গর্হিত পাপ। কেউ যখন রজোগুণের সঙ্গ করে, তখন তাকে জন্ম-জন্মান্তরে দুঃখভোগ করতে হয়।

শ্লোক ১০

ক্বচিৎ সকৃদবগতবিষয়বৈতথ্যঃ স্বয়ং পরাভিধ্যানেন বিভ্রংশিতস্মৃতিস্তয়ৈব মরীচিতোয়প্রায়াংস্তানেবাভিধাবতি ॥ ১০ ॥

ক্বচিৎ—কখনও কখনও; **সকৃৎ**—একবার; **অবগত-বিষয়-বৈতথ্যঃ**—ইন্দ্রিয় সুখভোগের নিরর্থকতা অবগত হয়ে; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **পর-অভিধ্যানেন**—দেহাত্মবুদ্ধির দ্বারা; **বিভ্রংশিত**—বিনষ্ট; **স্মৃতিঃ**—যার স্মৃতি; **তয়া**—তার দ্বারা; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **মরীচি-তোয়**—মরীচিকায় জল; **প্রায়ান্**—সদৃশ; **তান্**—সেই বিষয়সমূহ; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অভিধাবতি**—ধাবমান হয়।

অনুবাদ

বদ্ধ জীব কখনও কখনও বুঝতে পারে যে, জড় সুখভোগের প্রচেষ্টা নিরর্থক এবং এই জড় জগৎ দুঃখময়। কিন্তু, প্রবল দেহাত্মবুদ্ধির ফলে তার স্মৃতি নষ্ট হয়ে যায় এবং সে পুনরায় ঠিক একটি পশুর মতো সেই মরীচিকার প্রতি ধাবিত হয়।

তাৎপর্য

বদ্ধ জীবনের প্রধান রোগ হচ্ছে দেহাত্মবুদ্ধি। জড়-জাগতিক কার্যকলাপে বার বার ব্যর্থ হয়ে, বদ্ধ জীব সাময়িকভাবে জড় সুখভোগের নিরর্থকতা অনুভব করতে পারে, কিন্তু পুনরায় সে সেই সমস্ত বিষয় ভোগের চেষ্টা করতে শুরু করে। ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে মানুষ জড় জগতের অনিত্যত্ব উপলব্ধি করতে পারে, কিন্তু ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে অত্যন্ত আগ্রহী হওয়া সত্ত্বেও, সে তার বিষয়াসক্তি ত্যাগ করতে পারে না। তখন অন্তর্যামীরূপে সকলের হৃদয়ে বিরাজমান ভগবান তার প্রতি অনুগ্রহ করে তার সমস্ত ধন-সম্পদ হরণ করে নেন। সেই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/৮৮/৮) বলা হয়েছে—*যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ*। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, ভক্ত যখন জড় বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত থাকেন, তখন তিনি তাঁর প্রতি বিশেষ কৃপা প্রদর্শন করে তাঁর সবকিছু হরণ করে নেন। সর্বস্বান্ত হয়ে ভক্ত তখন অসহায় এবং নিরাশ বোধ করেন। তিনি অনুভব করেন যে, তাঁর আত্মীয়-স্বজনেরা তাঁকে আর চায় না, এবং তাই তিনি তখন সম্পূর্ণরূপে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হন। প্রবল দেহাত্মবুদ্ধির ফলে যে ভক্ত সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত হতে পারেন না, এটি তাঁর প্রতি ভগবানের বিশেষ কৃপা। *চৈতন্য-চরিতামৃত* গ্রন্থে (*মধ্য* ২২/৩৯) বিশ্লেষণ করা হয়েছে—*আমি—বিজ্ঞ, এই মূর্খে 'বিষয়' কেনে দিব* । যে ভক্ত পুনরায় তাঁর সংসার-জীবন শুরু করবেন কিনা ভেবে ভগবানের সেবায় যুক্ত হতে ইতস্তত করেন, ভগবান তাঁর মনের কথা জানেন। তাই ভগবান তাঁকে বৈষয়িক জীবনে সফল হতে দেন না। বার বার নিরাশ হয়ে অবশেষে ভক্ত ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করেন। ভগবান তখন তাঁকে পথপ্রদর্শন করেন। দিব্য সুখ প্রাপ্ত হয়ে ভক্ত তখন তাঁর সমস্ত বৈষয়িক কার্যকলাপের কথা ভুলে যান।

শ্লোক ১১

ক্বচিদুলূকঝিল্লীস্বনবদতিপরুষরভসাটোপং প্রত্যক্ষং পরোক্ষং বা রিপুরাজকুলনির্ভর্ৎসিতেনাতিব্যথিতকর্ণমূলহৃদয়ঃ ॥ ১১ ॥

ক্বচিৎ—কখনও কখনও; **উলূক**—পেঁচার; **ঝিল্লী**—এবং ঝিঁঝি পোকার; **স্বনবৎ**—অসহ্য শব্দের মতো; **অতি-পরুষ**—অত্যন্ত তীক্ষ্ণ; **রভস**—উৎসাহের দ্বারা; **আটোপম্**—বিক্ষোভ; **প্রত্যক্ষম্**—প্রত্যক্ষভাবে; **পরোক্ষম্**—পরোক্ষভাবে; **বা**—অথবা; **রিপু**—শত্রু; **রাজ-কুল**—রাজকর্মচারীদের; **নির্ভর্ৎসিতেন**—ভর্ৎসনার দ্বারা; **অতি-ব্যথিত**—অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে; **কর্ণ-মূল-হৃদয়ঃ**—যার কান এবং হৃদয়।

অনুবাদ

শত্রু এবং রাজকর্মচারীরা যখন প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে কঠোর বাক্যের দ্বারা তাকে ভর্ৎসনা করে, তখন বদ্ধ জীব অত্যন্ত দুঃখিত হয়। তার কাছে তা কর্ণশূল এবং হৃদয়-বেদনা উৎপাদন করে। এই ভর্ৎসনা পেঁচা এবং ঝিল্লীর শব্দের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

তাৎপর্য

এই জড় জগতে বিভিন্ন প্রকার শত্রু রয়েছে। ধার্য কর না দেওয়ার ফলে সরকার নাগরিককে ভর্ৎসনা করে। এই প্রকার সমালোচনা, তার সাক্ষাতেই হোক অথবা অসাক্ষাতেই হোক তা মানুষকে দুঃখ দেয়, এবং কখনও কখনও বদ্ধ জীব সেই ভর্ৎসনার প্রতিকার করার চেষ্টা করে। দুর্ভাগ্যবশত সে কিছুই করতে পারে না।

শ্লোক ১২

স যদা দুগ্ধপূর্বসুকৃতস্তদা কারস্করকাকতুণ্ডাদ্যপুণ্যদ্রুমলতাবিষোদপান-বদুভয়ার্থশূন্যদ্রবিণান্ জীবন্মৃতান্ স্বয়ং জীবন্ম্রিয়মাণ উপধাবতি ॥১২॥

সঃ—সেই বদ্ধ জীব; **যদা**—যখন; **দুগ্ধ**—নিঃশেষিত; **পূর্ব**—পূর্ব; **সুকৃতঃ**—পুণ্যকর্ম; **তদা**—তখন; **কারস্কর-কাকতুণ্ড-আদি**—কারস্কর, কাকতুণ্ড ইত্যাদি নামক; **অপুণ্য-দ্রুম-লতা**—অপবিত্র বৃক্ষ-লতা; **বিষ-উদপান-বৎ**—বিষাক্ত জলপূর্ণ কূপের মতো; **উভয়-অর্থ-শূন্য**—যা এই জন্মে এবং পরজন্মে সুখ দিতে পারে না; **দ্রবিণান্**—ধনবান; **জীবৎ-মৃতান্**—জীবিত অবস্থাতেও যে মৃতবৎ; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **জীবৎ**—জীবিত; **ম্রিয়মাণঃ**—মৃত; **উপধাবতি**—জড় সম্পদ লাভের জন্য ধাবিত হয়।

অনুবাদ

জীব পূর্বজন্মার্জিত পুণ্যকর্মের ফলে এই জীবনে জড়-জাগতিক সুযোগ-সুবিধা লাভ করে, কিন্তু সেই পুণ্য ক্ষয় হয়ে গেলে, সে জীবন্মৃত ধনী ব্যক্তিদের আশ্রয় গ্রহণ

করে, যারা তাকে এই জীবনে অথবা পরলোকে উভয় পরিস্থিতিতেই কোন রকম সাহায্য করতে পারে না। এই প্রকার ব্যক্তিদের তুলনা করা হয়েছে অপবিত্র বৃক্ষ-লতা এবং বিষাক্ত কূপের সঙ্গে।

তাৎপর্য

পূর্বসঞ্চিত পুণ্যের ফলে অর্জিত ধন-সম্পদ ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য অপচয় করা উচিত নয়। ইন্দ্রিয় সুখের জন্য তার উপযোগ বিষবৃক্ষের ফল আস্বাদন করার মতো। এই প্রকার কার্যকলাপ বদ্ধ জীবকে ইহলোকে অথবা পরলোকে কোনরকম সাহায্য করতে পারে না। কিন্তু কেউ যদি তার ধন-সম্পদ সদ্‌গুরুর পরিচালনায় ভগবানের সেবায় ব্যবহার করেন, তাহলে তিনি এই জীবনে এবং পরবর্তী জীবনে সুখী হতে পারবেন। তা যদি তিনি না করেন, তাহলে তিনি নিষিদ্ধ ফল সেবন করার ফলে স্বর্গচ্যুত হবেন। শ্রীকৃষ্ণ তাই উপদেশ দিয়েছেন যে, সবকিছুই যেন তাঁকে উৎসর্গ করা হয়।

যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥

"হে কৌন্তেয়, তুমি যা কিছু কর, যা কিছু খাও, যা কিছু নিবেদন কর এবং দান কর, এবং যে তপস্যা কর তা সবই আমাকে অর্পণ কর।" (*ভগবদ্‌গীতা* ৯/২৭) কেউ যদি কৃষ্ণভক্তি পরায়ণ হন, তাহলে তিনি পূর্বসঞ্চিত পুণ্যের ফলে অর্জিত ধন-সম্পদ তাঁর ঐহিক এবং পারত্রিক লাভের জন্য পূর্ণরূপে সদ্ব্যবহার করতে পারেন। নিজের আবশ্যকতার অধিক ধন রাখা উচিত নয়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন ভগবানের সেবায় অর্পণ করা উচিত। তা বদ্ধ জীব, এই জগৎ এবং শ্রীকৃষ্ণকে প্রসন্ন করবে এবং সেটিই হচ্ছে জীবনের লক্ষ্য।

শ্লোক ১৩

একদাসৎপ্রসঙ্গান্নিকৃতমতির্ব্যুদকস্রোতঃ স্খলনবদুভয়তোঽপি দুঃখদং পাখণ্ডমভিযাতি ॥ ১৩ ॥

একদা—কখনও কখনও; **অসৎ-প্রসঙ্গাৎ**—যে অভক্ত বৈদিক নীতির বিরুদ্ধ এবং অন্য ধর্মমত সৃষ্টি করে তার সঙ্গ প্রভাবে; **নিকৃত-মতিঃ**—যার বুদ্ধি ভগবানের বিরুদ্ধাচরণের জন্য জঘন্য স্তরে অধঃপতিত হয়েছে; **ব্যুদক-স্রোতঃ**—অগভীর

নদীতে; **স্খলন-বৎ**—ঝাঁপ দেওয়ার মতো; **উভয়তঃ**—উভয় দিক থেকেই; **অপি**—যদিও; **দুঃখদম্**—দুঃখপ্রদ; **পাখণ্ডম্**—পাষণ্ডমত; **অভিযাতি**—অনুসরণ করে।

অনুবাদ

কখনও কখনও সংসার-অরণ্যে দুঃখ-কষ্ট নিবৃত্তি সাধনের জন্য বদ্ধ জীব নাস্তিকদের সস্তা আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়। তাদের সঙ্গ প্রভাবে তার বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়। তা ঠিক অগভীর নদীতে ঝাঁপ দেওয়ার মতো। তার ফলে তার মাথা ফেটে যায়। তার তাপের উপশম হয় না, এবং এইভাবে উভয়দিক দিয়েই সে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে। বিভ্রান্ত বদ্ধ জীব বেদবিরুদ্ধ বাণীর প্রচারকারী তথাকথিত সাধু-সন্ন্যাসীদের শরণাগত হয়। তার ফলে তাদের কাছ থেকে বর্তমানে অথবা ভবিষ্যতে তার কোন লাভ হয় না।

তাৎপর্য

প্রতারকেরা তাদের নিজেদের মনগড়া ধর্মমত সৃষ্টি করে। কিছু জড়-জাগতিক লাভের উদ্দেশ্যে বদ্ধ জীব তথাকথিত ভণ্ড সন্ন্যাসী এবং যোগীদের কাছে সস্তা আশীর্বাদ লাভের জন্য যায়, কিন্তু তাদের কাছ থেকে সে জড়-জাগতিক বা আধ্যাত্মিক কোন কিছুই লাভ করতে পারে না। এই যুগে বহু প্রতারক রয়েছে যারা কিছু যাদু এবং ভেলকিবাজি দেখাতে পারে। এই যাদুবিদ্যা এবং ভেলকিবাজির প্রভাবে তারা একটু সোনা তৈরি করে তাদের অনুগামীদের চমৎকৃত করে এবং তাদের অনুগামীরাও মনে করে যে তারা হচ্ছে ভগবান। এই কলিযুগে এই প্রকার প্রবঞ্চনা অত্যন্ত প্রবলভাবে দেখা যায়। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর সদ্‌গুরুর বর্ণনা করে বলেছেন—

সংসার-দাবানল-লীঢ় লোক-
ত্রাণায় কারুণ্যঘনাঘনত্বম্ ।
প্রাপ্তস্য কল্যাণ-গুণার্ণবস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥

এমন গুরুর শরণাগত হতে হবে, যিনি সংসাররূপী দাবাগ্নি নির্বাপণ করতে পারেন—আমাদের জীবন-সংগ্রাম থেকে উদ্ধার করতে পারেন। মানুষ প্রতারিত হতে চায় এবং তাই তারা তথাকথিত যোগী এবং স্বামীদের কাছে যায়, যারা ভেলকিবাজি দেখাতে পারে, কিন্তু ভেলকিবাজির দ্বারা জড়-জাগতিক জীবনের দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তি সাধন হয় না। যদি সোনা তৈরি করাই ভগবান হওয়ার যোগ্যতা হয়, তাহলে

অন্তহীন স্বর্ণসমন্বিত ব্রহ্মাণ্ডের যিনি সৃষ্টিকর্তা, সেই কৃষ্ণকে কেন স্বীকার করা হয় না? পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্বর্ণের রং আলেয়া অথবা পীতবর্ণ বিষ্ঠার মতো; তাই ভেলকিবাজির দ্বারা সোনা তৈরি করা গুরুর প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে, ঐকান্তিকতা সহকারে জড় ভরতের মতো ভক্তের শরণাগত হওয়া উচিত। জড় ভরত মহারাজ রহূগণকে এমনভাবে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, রাজা তাঁর দেহাত্মবুদ্ধি থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। ভণ্ড গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করে কেউ কখনও সুখী হতে পারে না। *শ্রীমদ্ভাগবতের* (১১/৩/২১) উপদেশ অনুসারে গুরু গ্রহণ করা উচিত। *তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্*—সদ্গুরুর শরণাগত হয়ে, জীবনের পরম মঙ্গল সাধনের জন্য তাঁর কাছে প্রশ্ন করতে হয়। এই প্রকার গুরুর বর্ণনা করে বলা হয়েছে—*শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতম্* । এই প্রকার গুরু সোনা তৈরি করেন না অথবা বাক্চাতুরি করেন না। সদ্গুরু হচ্ছেন তিনি যিনি বৈদিক সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে অবগত (*বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ*)। তিনি সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত এবং সর্বতোভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত। এই প্রকার সদ্গুরুর শ্রীপাদপদ্মের ধূলিকণা যদি কেউ লাভ করতে পারে, তাহলে তার জীবন সার্থক হয়। তা না হলে সে ঐহিক এবং পারত্রিক উভয় জীবনেই ব্যর্থ হয়।

শ্লোক ১৪

যদা তু পরবাধয়ান্ধ আত্মনে নোপনমতি তদা হি পিতৃপুত্রবর্হিষ্মতঃ পিতৃপুত্রান্ বা স খলু ভক্ষয়তি ॥ ১৪ ॥

যদা—যখন; **তু**—কিন্তু (দুর্ভাগ্যবশত); **পর-বাধয়া**—অন্য সকলকে শোষণ করা সত্ত্বেও; **অন্ধঃ**—দৃষ্টিহীন; **আত্মনে**—নিজের জন্য; **ন উপনমতি**—তার অংশভাগ না পায়; **তদা**—তখন; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **পিতৃ-পুত্র**—পিতা অথবা পুত্রের; **বর্হিষ্মতঃ**—তৃণতুল্য নগণ্য; **পিতৃ-পুত্রান্**—পিতা অথবা পুত্রদের; **বা**—অথবা; **সঃ**—সে (বদ্ধ জীব); **খলু**—বস্তুতপক্ষে; **ভক্ষয়তি**—কষ্ট দেয়।

অনুবাদ

এই জড় জগতে বদ্ধ জীব যখন অন্যদের শোষণ করেও নিজের ভরণ-পোষণ করতে পারে না, তখন সে তার পিতা অথবা পুত্রকে শোষণ করার চেষ্টা করে, এবং তাদের অতি তুচ্ছ সম্পদও অপহরণ করে নেয়। সে যদি তার পিতা, পুত্র অথবা আত্মীয়-স্বজনদের সম্পদ আত্মসাৎ করতে না পারে, তাহলে সে তাদের নানাভাবে কষ্ট দেয়।

তাৎপর্য

এক সময় আমরা স্বচক্ষে এক দুর্দশাগ্রস্ত মানুষকে তার নিজের মেয়ের গয়না অপহরণ করতে দেখেছি। ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে, "Necessity knows no law." (আতুরে নিয়মো নাস্তি) বদ্ধ জীবের যখন কোন বস্তুর আবশ্যকতা হয়, তখন সে তার আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে সম্পর্কের কথা ভুলে গিয়ে পিতা অথবা পুত্রকে পর্যন্ত শোষণ করে। আমরা *শ্রীমদ্ভাগবত* থেকে জানতে পারি যে, এই কলিযুগে মানুষ এক পয়সার জন্য পর্যন্ত তার আত্মীয়-স্বজনদের হত্যা করবে। কৃষ্ণভক্তিবিহীন মানুষ ক্রমশ নারকীয় পরিস্থিতিতে অধঃপতিত হবে এবং নানা রকম জঘন্য কার্যকলাপে লিপ্ত হবে।

শ্লোক ১৫

ক্বচিদাসাদ্য গৃহং দাববৎ প্রিয়ার্থবিধুরমসুখোদর্কং শোকাগ্নিনা দহ্যমানো ভৃশং নির্বেদমুপগচ্ছতি ॥ ১৫ ॥

ক্বচিৎ—কখনও; **আসাদ্য**—অনুভব করে; **গৃহম্**—গৃহমেধীর জীবন; **দাব-বৎ**—ঠিক দাবানলের মতো; **প্রিয়-অর্থ-বিধুরম্**—কোন লাভজনক বস্তু ব্যতীত; **অসুখ-উদর্কম্**—কেবল অধিক থেকে অধিকতর দুঃখপ্রদ; **শোক-অগ্নিনা**—শোকরূপ অগ্নির দ্বারা; **দহ্যমানঃ**—দগ্ধ হয়ে; **ভৃশম্**—অত্যন্ত; **নির্বেদম্**—হতাশা; **উপগচ্ছতি**—প্রাপ্ত হয়।

অনুবাদ

এই জগতে গৃহস্থ-জীবন ঠিক দাবানলের মতো। সেখানে সুখের লেশ মাত্র নেই, এবং ক্রমশ অধিক থেকে অধিকতর দুঃখই কেবল লাভ হয়। গৃহস্থ-জীবনে চিরন্তন সুখ লাভের কোন সম্ভাবনা নেই । গৃহস্থ-আশ্রমে জড়িয়ে পড়ার ফলে, জীব শোকাগ্নিতে দগ্ধ হয়। কখনও কখনও সে "আমি অত্যন্ত দুর্ভাগা", "পূর্বজন্মে আমি কোন পুণ্যকর্ম করিনি" এই বলে নিজেকে ধিক্কার দেয়।

তাৎপর্য

গুর্বষ্টকে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর গেয়েছেন—

সংসার-দাবানল-লীঢ় লোক-
ত্রাণায় কারুণ্যঘনাঘনত্বম্ ।

সংসার-জীবন ঠিক দাবানলের মতো। কেউই বনে গিয়ে আগুন জ্বালায় না, তবুও সেখানে আগুন জ্বলে ওঠে। তেমনই, সকলেই এই জড় জগতে সুখী হতে চায়, কিন্তু তার দুঃখ-দুর্দশা ক্রমশ বৃদ্ধিই পেতে থাকে। কখনও কখনও সংসাররূপী দাবানলে দগ্ধ ব্যক্তি নিজেকে ধিক্কার দেয়, কিন্তু তার দেহাত্মবুদ্ধির ফলে সে এই বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে না, এবং তার ফলে সে অধিক থেকে অধিকতর দুঃখই কেবল ভোগ করতে থাকে।

শ্লোক ১৬

ক্বচিৎ কালবিষমিতরাজকুলরক্ষসাপহৃতপ্রিয়তমধনাসুঃ প্রমৃতক ইব বিগতজীবলক্ষণ আস্তে ॥ ১৬ ॥

ক্বচিৎ—কখনও; **কাল-বিষ-মিত**—কালের প্রভাবে প্রতিকূল; **রাজ-কুল**—রাজকর্মচারী; **রক্ষসা**—রাক্ষসদের দ্বারা; **অপহৃত**—অপহৃত হয়; **প্রিয়তম**—সর্বাপেক্ষা প্রিয়; **ধন**—ধন; **অসুঃ**—যার প্রাণবায়ু; **প্রমৃতকঃ**—মৃত; **ইব**—সদৃশ; **বিগত-জীব-লক্ষণঃ**—জীবনের সমস্ত লক্ষণ রহিত; **আস্তে**—থাকে।

অনুবাদ

রাজকর্মচারীরা ঠিক নরখাদক রাক্ষসদের মতো। কখনও কখনও এই সমস্ত রাজকর্মচারীরা প্রতিকূল হয়ে মানুষের সঞ্চিত ধন অপহরণ করে। তার প্রাণতুল্য প্রিয়তম ধন হারিয়ে জীব সম্পূর্ণরূপে নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে। বস্তুত, মনে হয় যেন তার মৃত্যু হয়েছে।

তাৎপর্য

রাজ-কুল-রক্ষসা শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। *শ্রীমদ্ভাগবত* রচিত হয়েছিল প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে, তবুও রাজকর্মচারীদের নরখাদক রাক্ষস বলে বর্ণনা করা হয়েছে। রাজকর্মচারীরা যদি কোন ব্যক্তির প্রতিকূল হয়, তাহলে তার দীর্ঘকাল ধরে সঞ্চিত ধন তারা অপহরণ করে নেয়। প্রকৃতপক্ষে কেউই আয়কর দিতে চায় না, এমনকি রাজকর্মচারীরা পর্যন্ত তা এড়াবার চেষ্টা করে। তাই কখনও কখনও জোর করে কর আদায় করা হয়, এবং তার ফলে করদাতা অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়।

শ্লোক ১৭

কদাচিন্মনোরথোপগতপিতৃপিতামহাদ্যসৎসদিতি স্বপ্ননির্বৃতি-লক্ষণমনুভবতি ॥ ১৭ ॥

কদাচিৎ—কখনও; **মনোরথ-উপগত**—মনের কল্পনা দ্বারা লব্ধ; **পিতৃ**—পিতা; **পিতামহ-আদি**—পিতামহ এবং অন্যেরা; **অসৎ**—যদিও বহু পূর্বে মৃত (এবং যদিও কেউই জানে না যে, আত্মা চলে গেছে); **সৎ**—পিতা অথবা পিতামহ পুনরায় ফিরে এসেছেন; **ইতি**—এইভাবে মনে করে; **স্বপ্ননির্বৃতি-লক্ষণম্**—স্বপ্নসুখ; **অনুভবতি**—বদ্ধ জীব অনুভব করে।

অনুবাদ

কখনও কখনও বদ্ধ জীব কল্পনা করে যে, তার পিতা এবং পিতামহ পুনরায় তার পুত্র বা পৌত্ররূপে ফিরে এসেছেন। এইভাবে সে স্বপ্নসুখতুল্য মনকল্পিত সুখ অনুভব করে।

তাৎপর্য

ভগবানের প্রকৃত অস্তিত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞানের ফলে, বদ্ধ জীব অনেক কিছু কল্পনা করে। সকাম কর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, সে তার আত্মীয়-স্বজন, পিতা, পুত্র, পিতামহের সঙ্গে মিলিত হয়, ঠিক যেভাবে নদীর স্রোতে ভাসমান তৃণ ক্ষণিকের জন্য একত্রিত হয়ে পুনরায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বদ্ধ জীবনে জীব ক্ষণিকের জন্য অন্য অনেক বদ্ধ জীবের সান্নিধ্যে আসে। আত্মীয়-স্বজনরূপে তারা একত্রিত হয়, এবং স্নেহের বন্ধন এতই দৃঢ় যে, পিতা অথবা পিতামহের মৃত্যুর পরেও তারা রূপ পরিবর্তন করে পরিবারে ফিরে এসেছে বলে মনে করে মানুষ সুখী হয়। কখনও কখনও তা হলেও হতে পারে, কিন্তু সে যাই হোক, বদ্ধ জীব এইভাবে কল্পনা করে আনন্দ অনুভব করতে চায়।

শ্লোক ১৮

ক্বচিদ্ গৃহাশ্রমকর্মচোদনাতিভরগিরিমারুরুক্ষমাণো লোকব্যসনকর্ষিতমনাঃ কণ্টকশর্করাক্ষেত্রং প্রবিশন্নিব সীদতি ॥ ১৮ ॥

ক্বচিৎ—কখনও; **গৃহ-আশ্রম**—গৃহস্থ-জীবনে; **কর্ম-চোদন**—সকাম কর্মের বিধি; **অতি-ভর-গিরিম্**—উচ্চ পাহাড়; **আরুরুক্ষমাণঃ**—আরোহণ করার বাসনায়; **লোক**—

লৌকিক; **ব্যসন**—প্রচেষ্টা; **কর্ষিত-মনাঃ**—যার চিত্ত আকৃষ্ট; **কণ্টক-শর্করা-ক্ষেত্রম্**—কণ্টক এবং কাঁকরে আচ্ছাদিত ক্ষেত্র; **প্রবিশন্**—প্রবেশ করে; **ইব**—সদৃশ; **সীদতি**—শোক করে।

অনুবাদ

গৃহস্থ-আশ্রমে বিবাহ, উপনয়ন ইত্যাদি যজ্ঞ এবং সকাম কর্ম অনুষ্ঠান করার নির্দেশ রয়েছে। এগুলি গৃহস্থদের কর্তব্য। এই সমস্ত অনুষ্ঠান অত্যন্ত বিস্তৃত এবং ক্লেশদায়ক। সেগুলির তুলনা করা হয়েছে উচ্চ পাহাড়ের সঙ্গে, এবং জড়-জাগতিক কার্যকলাপে আসক্ত ব্যক্তিদের তা অতিক্রম করতে হয়। যে ব্যক্তি এই সমস্ত অনুষ্ঠান করতে চায়, তাকে পাহাড়ে আরোহণ করার সময় কাঁটা এবং কাঁকরের বেদনা সহ্য করতে হয়। এইভাবে বদ্ধ জীব অনন্ত যাতনা ভোগ করে।

তাৎপর্য

সমাজে নিজের প্রতিষ্ঠা বজায় রাখার জন্য বহু সামাজিক অনুষ্ঠান রয়েছে। বিভিন্ন দেশে এবং সমাজে নানা প্রকারের উৎসব এবং রীতি রয়েছে। ভারতবর্ষে পিতাকে তার সন্তানদের বিবাহ দিতে হয়। তিনি যখন তা করেন, তখন তার সংসার-জীবনের দায়িত্ব পূর্ণ হয়। বিবাহের আয়োজন করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য, বিশেষ করে আজকালকার দিনে। বর্তমান সময়ে কেউই যথাযথভাবে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে পারে না, এমনকি তাদের পুত্র এবং কন্যাদের বিবাহ অনুষ্ঠানের ব্যয়ও তারা বহন করতে পারে না। তাই গৃহস্থকে যখন এই সমস্ত সামাজিক কর্তব্য সম্পাদন করতে হয়, তখন তারা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়। তা যেন কাঁটা এবং তীক্ষ্ণ কাঁকরের দ্বারা বিদ্ধ হওয়ার মতো। মানুষের বিষয়াসক্তি এতই প্রবল যে, এত দুঃখ-কষ্ট ভোগ করা সত্ত্বেও সে তা ত্যাগ করতে পারে না। প্রহ্লাদ মহারাজ তাই উপদেশ দিয়েছেন (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/৫/৫)—

হিত্বাত্মপাতং গৃহমন্ধকূপং
বনং গতো যদ্ধরিমাশ্রয়েত ।

তথাকথিত সুখের সংসার-জীবন ঠিক মাঠের মধ্যে একটি অন্ধকূপের মতো। কেউ যদি তৃণাচ্ছাদিত সেই অন্ধকূপে পতিত হয়, তাহলে উদ্ধারের জন্য আর্তনাদ করলেও তার জীবন রক্ষা হয় না। তাই অতি উচ্চ স্তরের মহাত্মারা গৃহস্থ-আশ্রমে প্রবেশ না করার উপদেশ দেন। ব্রহ্মচর্য আশ্রমের তপশ্চর্যা পালন করে, সারা জীবন শুদ্ধ ব্রহ্মচারী থেকে গৃহস্থ-আশ্রমের বেদনা অনুভব না করাই শ্রেয়। গৃহস্থ-

আশ্রমে বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়-স্বজনদের নিমন্ত্রণ স্বীকার করতে হয় এবং সামাজিক অনুষ্ঠান পালন করতে হয়। তার ফলে তার কাছে সেগুলি সম্পাদন করার যথেষ্ট অর্থ না থাকলেও, তাকে সেই কর্তব্য সম্পাদন করতে হয়। গৃহস্থ-আশ্রমের শৈলী বজায় রাখার জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে মানুষকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। এইভাবে মানুষ সাংসারিক জীবনে জড়িয়ে পড়ে এবং কাঁটা ও কাঁকরে বিদ্ধ হওয়ার যন্ত্রণা অনুভব করে।

শ্লোক ১৯

ক্বচিচ্চ দুঃসহেন কায়াভ্যন্তরবহ্নিনা গৃহীতসারঃ স্বকুটুম্বায় ক্রুধ্যতি ॥১৯॥

ক্বচিৎ চ—এবং কখনও; **দুঃসহেন**—অসহ্য; **কায়-অভ্যন্তর-বহ্নিনা**—দেহের অভ্যন্তরস্থ জঠরাগ্নির ফলে; **গৃহীত-সারঃ**—যার ধৈর্য চ্যুতি হয়েছে; **স্ব-কুটুম্বায়**—তার আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি; **ক্রুধ্যতি**—ক্রুদ্ধ হয়।

অনুবাদ

কখনও সে দৈহিক ক্ষুধা ও তৃষ্ণার দ্বারা পীড়িত হয়ে ধৈর্যচ্যুত হয় এবং তার প্রিয় স্ত্রী, পুত্র ও কন্যার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়। এইভাবে নির্দয় হওয়ার ফলে, সে আরও দুঃখকষ্ট ভোগ করে।

তাৎপর্য

শ্রীল বিদ্যাপতি ঠাকুর গেয়েছেন—

তাতল সৈকতে, বারিবিন্দু সম,
সুত-মিত-রমণী সমাজে ।

সংসার-জীবনের সুখ মরুভূমিতে একবিন্দু জলের মতো। সংসার-জীবনে কেউই সুখী হতে পারে না। বৈদিক সভ্যতায় দাম্পত্য-জীবনের দায়িত্ব ত্যাগ করা যায় না, কিন্তু আজকাল সকলেই বিবাহ-বিচ্ছেদের মাধ্যমে সেই দায়িত্ব ত্যাগ করছে। তার কারণ হচ্ছে পারিবারিক দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা। দুর্দশাগ্রস্ত হওয়ার ফলে, মানুষ তার স্নেহাস্পদ স্ত্রী, পুত্র, কন্যার প্রতি নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে। এটি সংসার-দাবানলের একটি পরিণতি।

শ্লোক ২০

স এব পুনর্নিদ্রাজগরগৃহীতোঽন্ধে তমসি মগ্নঃ শূন্যারণ্য ইব শেতে নান্যৎ কিঞ্চন বেদ শব ইবাপবিদ্ধঃ ॥ ২০ ॥

সঃ—সেই বদ্ধ জীব; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **পুনঃ**—পুনরায়; **নিদ্রা-অজগর**—গভীর নিদ্রারূপ অজগর সর্প; **গৃহীতঃ**—গিলে খায়; **অন্ধে**—গভীর অন্ধকারে; **তমসি**—অজ্ঞানে; **মগ্নঃ**—নিমগ্ন হয়ে; **শূন্য-অরণ্যে**—বিজন বনে; **ইব**—সদৃশ; **শেতে**—সে শায়িত হয়; **ন**—না; **অন্যৎ**—অন্য; **কিঞ্চন**—কোন কিছু; **বেদ**—জানে; **শবঃ**—মৃতদেহ; **ইব**—সদৃশ; **অপবিদ্ধঃ**—পরিত্যক্ত।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিৎকে বললেন—হে রাজন্, নিদ্রা ঠিক একটি অজগর সাপের মতো। যারা সংসাররূপ অরণ্যে ভ্রমণ করে, নিদ্রারূপ অজগর সর্প তাদের গিলে খায়। সেই অজগর সর্প দংশনে তারা সর্বদা অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে। তারা নির্জন অরণ্যে পরিত্যক্ত শবের মতো পড়ে থাকে। এইভাবে বদ্ধ জীব বুঝতে পারে না যে, তার জীবনে কি হচ্ছে।

তাৎপর্য

সংসার-জীবনের অর্থ হচ্ছে সর্বতোভাবে আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুনে মগ্ন থাকা। তার মধ্যে নিদ্রা সব চাইতে ভয়ঙ্কর। মানুষ যখন নিদ্রিত থাকে, তখন সে তার জীবনের উদ্দেশ্য এবং কর্তব্য সম্পূর্ণরূপে ভুলে যায়। আধ্যাত্মিক প্রগতি সাধনের জন্য যতদূর সম্ভব নিদ্রা ত্যাগ করা উচিত। বৃন্দাবনের গোস্বামীগণ প্রায় সম্পূর্ণরূপে নিদ্রা ত্যাগ করেছিলেন। অবশ্য কিছুক্ষণের জন্য ঘুমানো প্রয়োজন, কারণ দেহ ধারণের জন্য নিদ্রার প্রয়োজন। তাই তাঁরা কেবল দু-এক ঘণ্টার জন্য ঘুমাতেন, এবং কখনও কখনও একেবারেই ঘুমাতেন না। তাঁরা সর্বদাই চিন্ময় কার্যকলাপে মগ্ন থাকতেন। *নিদ্রাহার-বিহারকাদি-বিজিতৌ।* আমাদের কর্তব্য হচ্ছে গোস্বামীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিদ্রা, আহার আদির প্রবণতা যতদূর সম্ভব হ্রাস করার চেষ্টা করা।

শ্লোক ২১

কদাচিদ্ ভগ্নমানদংষ্ট্রো দুর্জনদন্দশূকৈরলব্ধনিদ্রাক্ষণো ব্যথিতহৃদয়েনানুক্ষীয়মাণবিজ্ঞানোঽন্ধকূপেঽন্ধবৎ পততি ॥ ২১ ॥

কদাচিৎ—কখনও; **ভগ্ন-মান-দংষ্ট্রঃ**—যার গর্বরূপী দন্ত ভগ্ন হয়েছে; **দুর্জন-দন্দশূকৈঃ**—সর্পসদৃশ দুর্জনের ঈর্ষাপূর্ণ কার্যকলাপের দ্বারা; **অলব্ধ-নিদ্রাক্ষণঃ**—যে নিদ্রা যাওয়ার সুযোগ পায় না; **ব্যথিত-হৃদয়েন**—বিক্ষুব্ধ চিত্তের দ্বারা; **অনুক্ষীয়মাণ**—

অনুক্ষণ ক্ষীয়মাণ; **বিজ্ঞানঃ**—বিবেক; **অন্ধ-কূপে**—অন্ধকূপে; **অন্ধ-বৎ**—অন্ধের মতো; **পততি**—পতিত হয়।

অনুবাদ

সংসার-অরণ্যে বদ্ধ জীব কখনও কখনও সর্প এবং অন্যান্য প্রাণীসদৃশ ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিদের দ্বারা দংশিত হয়। শত্রুদের ছলনার প্রভাবে বদ্ধ জীবের গর্বরূপ দন্ত ভগ্ন হয়। তখন সে অন্তরে অত্যন্ত ব্যথিত হওয়ার ফলে, ঠিকমতো ঘুমাতে পারে না। তার ফলে সে আরও অসুখী হয়, এবং ধীরে ধীরে সে তার বুদ্ধি এবং বিবেক হারিয়ে ফেলে। তখন সে অন্ধের মতো অজ্ঞানের অন্ধকূপে পতিত হয়।

শ্লোক ২২

কর্হি স্ম চিৎ কামমধুলবান্ বিচিন্বন্ যদা পরদারপরদ্রব্যাণ্যবরুন্ধানো রাজ্ঞা স্বামিভির্বা নিহতঃ পতত্যপারে নিরয়ে ॥ ২২ ॥

কর্হি স্ম চিৎ—কখনও; **কাম-মধু-লবান্**—ইন্দ্রিয় সুখভোগরূপী মধুর বিন্দু; **বিচিন্বন্**—অন্বেষণ করে; **যদা**—যখন; **পর-দার**—অন্যের পত্নী, অথবা বিবাহিত পত্নী ব্যতীত অন্য রমণী; **পরদ্রব্যাণি**—অন্যের ধন; **অবরুন্ধানঃ**—নিজের সম্পত্তি বলে মনে করে; **রাজ্ঞা**—রাজার দ্বারা; **স্বামিভিঃ বা**—অথবা সেই রমণীর পতি বা আত্মীয়-স্বজনদের দ্বারা; **নিহতঃ**—প্রচণ্ড প্রহার; **পততি**—পতিত হয়; **অপারে**—অন্তহীন; **নিরয়ে**—নরকে (কারাগারে)।

অনুবাদ

বদ্ধ জীব কখনও ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের অতি নগণ্য সুখের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পরস্ত্রী-গমন করে অথবা অন্যের ধন অপহরণ করে। তার ফলে তাকে গ্রেফতার করা হয় অথবা সেই স্ত্রীর পতি অথবা আত্মীয়-স্বজনেরা তাকে প্রচণ্ডভাবে প্রহার করে। এইভাবে অতি অল্প জড় সুখের জন্য ধর্ষণ, পরস্ত্রী হরণ, চুরি ইত্যাদি অপরাধের ফলে কারারুদ্ধ হয়ে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করে।

তাৎপর্য

জড়-জাগতিক জীবন এমনই যে, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, দ্যূতক্রীড়া, আসবপান এবং আমিষ আহারের ফলে বদ্ধ জীব সর্বদা এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে থাকে। আমিষ আহার

এবং আসবপান ইন্দ্রিয়গুলিকে উত্তেজিত করে এবং তার ফলে বদ্ধ জীব স্ত্রীসম্ভোগের শিকার হয়। স্ত্রীরত্ন ভোগ করতে হলে অর্থের প্রয়োজন হয়, এবং সেই অর্থ সংগ্রহ করার জন্য সে ভিক্ষা করে, ঋণ করে অথবা চুরি করে। প্রকৃতপক্ষে সে এমন সমস্ত জঘন্য কার্যকলাপে লিপ্ত হয়, যার ফলে তাকে এই জীবনে এবং পরবর্তী জীবনে দুঃখভোগ করতে হয়। তাই যাঁরা আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করতে চান অথবা পরমার্থ সাধনের পথে অগ্রসর হতে চান, তাঁদের পক্ষে অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ বর্জন করা অবশ্য কর্তব্য। অবৈধ স্ত্রীসঙ্গের ফলে বহু ভক্তের অধঃপতন হয়। তারা তখন টাকা-পয়সা চুরি করতে পারে এবং অতি সম্মানিত সন্ন্যাস আশ্রম থেকে অধঃপতিত হতে পারে। তখন তাদের জীবিকা উপার্জনের জন্য তুচ্ছ শ্রমিকের মতো কাজ করতে হয় অথবা ভিক্ষা করতে হয়। তাই শাস্ত্রে বলা হয়েছে, *যন্মৈথুনাদি-গৃহমেধি-সুখং হি তুচ্ছম্*—জড়-জাগতিক জীবনের ভিত্তি হচ্ছে মৈথুন, তা সে বৈধ অথবা অবৈধ হোক। যারা গৃহস্থ-জীবনের প্রতি আসক্ত তাদের পক্ষেও যৌনসঙ্গম অত্যন্ত বিপজ্জনক। যৌনাচারের অনুমোদন-পত্র থাকলেও তা অত্যন্ত কষ্টপ্রদ। *বহু-দুঃখ-ভাক্*—কেউ যখন যৌন আচরণে লিপ্ত হয়, তার পরেই প্রচুর দুঃখ-দুর্দশার সৃষ্টি হয়। তখন সে তার সংসার-জীবনে অধিক থেকে অধিকতর দুঃখ ভোগ করতে থাকে। কৃপণ তার সম্পদের সদ্ব্যবহার করতে পারে না, তেমনই বিষয়াসক্ত মানুষেরা তাদের মনুষ্য-জীবনের অপব্যবহার করে। পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্য তার ব্যবহার না করে, তারা ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য সেই শরীরের অপব্যবহার করে। তাই তাকে বলা হয় কৃপণ।

শ্লোক ২৩

অথ চ তস্মাদুভয়থাপি হি কর্মাস্মিন্নাত্মনঃ সংসারাবপনমুদাহরন্তি ॥২৩॥

অথ—এখন; **চ**—এবং; **তস্মাৎ**—এই কারণে; **উভয়থা অপি**—এই জীবনে এবং পরবর্তী জীবনে; **হি**—নিঃসন্দেহে; **কর্ম**—সকাম কর্ম; **অস্মিন্**—এই ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের পথে; **আত্মনঃ**—জীবের; **সংসার**—জড়-জাগতিক জীবনের; **আবপনম্**—কর্ষণ ক্ষেত্র বা উৎস; **উদাহরন্তি**—বেদের বাণী।

অনুবাদ

পণ্ডিত এবং পরমার্থবাদীরা তাই সকাম কর্মের প্রবৃত্তি মার্গের নিন্দা করেছেন, কারণ তা ইহলোকে এবং পরলোকে দুঃখ-দুর্দশার আদি উৎস এবং জন্মভূমি।

তাৎপর্য

জীবনের মূল্য উপলব্ধি না করার ফলে, কর্মীরা এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে যার ফলে তারা ইহলোকে এবং পরলোকে দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে। দুর্ভাগ্যবশত, কর্মীরা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, এবং তারা এই জীবনের ও পরবর্তী জীবনের দুঃখ-দুর্দশাময় পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে পারে না। তাই বেদে অধ্যাত্ম-চেতনা জাগরিত করার এবং ভগবানের কৃপা লাভের জন্য সমস্ত কর্ম করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৭) ভগবান স্বয়ং বলেছেন—

যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥

"হে কৌন্তেয়, তুমি যা কিছু কর, যা কিছু খাও, যজ্ঞে যা কিছু নিবেদন কর এবং দান কর, এবং যে তপস্যা কর, তা সবই আমাকে অর্পণ কর।"

কর্মের ফল ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য ব্যবহার না করে, ভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা উচিত। জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভগবান *ভগবদ্গীতায়* সমস্ত তথ্য প্রদান করেছেন এবং গীতার শেষে তিনি তাঁর শরণাগত হওয়ার দাবি করেছেন। মানুষ সাধারণত তাঁর এই দাবিটি পছন্দ করে না, কিন্তু যিনি জন্ম-জন্মান্তর ধরে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অনুশীলন করছেন, তিনি অবশেষে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হন (*বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে*)।

শ্লোক ২৪

মুক্তস্ততো যদি বন্ধাদ্দেবদত্ত উপাচ্ছিনত্তি তস্মাদপি বিষ্ণুমিত্র ইত্যনবস্থিতিঃ ॥ ২৪ ॥

মুক্তঃ—মুক্ত; **ততঃ**—তা থেকে; **যদি**—যদি; **বন্ধাৎ**—রাষ্ট্রের কারাগার থেকে অথবা পরস্ত্রীর স্বামীর প্রহার থেকে; **দেব-দত্তঃ**—দেবদত্ত নামক ব্যক্তি; **উপাচ্ছিনত্তি**—তার ধন ছিনিয়ে নেয়; **তস্মাৎ**—দেবদত্ত নামক সেই ব্যক্তি থেকে; **অপি**—পুনরায়; **বিষ্ণু-মিত্রঃ**—বিষ্ণুমিত্র নামক ব্যক্তি; **ইতি**—এইভাবে; **অনবস্থিতিঃ**—ধন একস্থানে থাকে না, তা হস্ত থেকে হস্তান্তরিত হয়।

অনুবাদ

বদ্ধ জীব যদি অপরের দ্রব্য অপহরণ করে কোনও প্রকারে দণ্ডভোগ থেকে রেহাই পায়, তাহলেও দেবদত্ত নামক কোন ব্যক্তি তাকে প্রতারণা করে তার ধন ছিনিয়ে

নেয়। তারপর দেবদত্ত থেকেও আবার সেই ধন বিষ্ণুমিত্র নামক ব্যক্তি অপরহণ করে নেয়। এইভাবে ধন কখনও একস্থানে থাকে না। তা হস্ত থেকে হস্তান্তরিত হয়। চরমে কেউই ধন-সম্পদ ভোগ করতে পারে না, এবং তা সর্ব অবস্থাতে ভগবানেরই সম্পত্তি থাকে।

তাৎপর্য

ধন-সম্পদ আসে লক্ষ্মীদেবীর থেকে, এবং লক্ষ্মীদেবী হচ্ছেন ভগবান নারায়ণের সম্পত্তি। নারায়ণের পাশে ছাড়া লক্ষ্মীদেবী অন্য কোন স্থানে থাকতে পারেন না; তাই লক্ষ্মীর আর এক নাম হচ্ছে চঞ্চলা। তাঁর পতি নারায়ণের সঙ্গ ব্যতীত অন্য সমস্ত অবস্থাতেই তিনি অশান্ত। যেমন, রাক্ষসরাজ রাবণ ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের লক্ষ্মী সীতাদেবীকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। তার ফলে রাবণ সবংশে ঐশ্বর্য ও রাজত্ব সহ বিনষ্ট হয়েছিল, এবং সীতাদেবী পুনরায় শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। এইভাবে সমস্ত ধন-সম্পদ হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৫/২৯) বলা হয়েছে—

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্ ।

"পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সমস্ত যজ্ঞ ও তপস্যার প্রকৃত ভোক্তা, এবং তিনিই হচ্ছেন সর্বলোকের পরম ঈশ্বর।"

মূর্খ বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা অন্য চোরদের কাছ থেকে চুরি করে অর্থ সংগ্রহ করে, কিন্তু তারা তা রাখতে পারে না। যেভাবেই হোক না কেন, তা ব্যয় হতে বাধ্য। এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে প্রতারণা করে, এবং সেই ব্যক্তি আবার অন্যের দ্বারা প্রতারিত হয়; তাই লক্ষ্মী লাভের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে সর্ব অবস্থাতে তাঁকে তাঁর পতি নারায়ণের পাশে রাখা। এটিই হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের উদ্দেশ্য। আমরা নারায়ণ (শ্রীকৃষ্ণ) সহ লক্ষ্মীদেবীর (রাধারাণীর) আরাধনা করি। বিভিন্ন উৎস থেকে আমরা ধন সংগ্রহ করি, কিন্তু সেই ধন-সম্পদ রাধা-কৃষ্ণ (লক্ষ্মী-নারায়ণ) ছাড়া আর কারোর সম্পত্তি নয়। যদি লক্ষ্মী-নারায়ণের সেবায় ধনের সদ্ব্যবহার করা হয়, তাহলে ভক্ত স্বাভাবিকভাবেই এক ঐশ্বর্যপূর্ণ পরিবেশে বাস করেন। কিন্তু, কেউ যদি রাবণের মতো লক্ষ্মীদেবীকে ভোগ করতে চায়, তাহলে প্রকৃতির নিয়মে তাকে বিনষ্ট হতে হবে, এবং তার সঞ্চিত যে স্বল্প ধন-সম্পদ তা তার থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে। অবশেষে মৃত্যু তার সর্বস্ব অপহরণ করে নেবে। এই মৃত্যু হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি।

শ্লোক ২৫

ক্বচিচ্চ শীতবাতাদ্যনেকাধিদৈবিকভৌতিকাত্মীয়ানাং দশানাং প্রতিনিবারণেঽকল্পো দুরন্তচিন্তয়া বিষণ্ণ আস্তে ॥ ২৫ ॥

ক্বচিৎ—কখনও; **চ**—ও; **শীত-বাত-আদি**—প্রচণ্ড শীত, প্রবল বায়ু ইত্যাদি; **অনেক**—বিবিধ; **আধিদৈবিক**—দেবতাদের দ্বারা উৎপন্ন; **ভৌতিক**—আধিভৌতিক, অন্য জীবদের দ্বারা উৎপন্ন; **আত্মীয়ানাম্**—আধ্যাত্মিক অর্থাৎ দেহ এবং মন দ্বারা উৎপন্ন; **দশানাম্**—ক্লেশদায়ক অবস্থা; **প্রতিনিবারণে**—প্রতিকার করতে; **অকল্পঃ**—অসমর্থ; **দুরন্ত**—অত্যন্ত কঠোর; **চিন্তয়া**—দুশ্চিন্তার দ্বারা; **বিষণ্ণঃ**—বিষাদগ্রস্ত; **আস্তে**—হয়।

অনুবাদ

জড়া প্রকৃতির ত্রিতাপ দুঃখের প্রতিকার না করতে পেরে, জীব দুরন্ত চিন্তায় বিষণ্ণ হয়। এই ত্রিতাপ দুঃখ হচ্ছে আধিদৈবিক (যেমন প্রচণ্ড শীত, প্রবল ঝড় ইত্যাদি), অন্য জীবদের দ্বারা প্রদত্ত আধিভৌতিক ক্লেশ এবং দেহ ও মনজাত আধিআত্মিক ক্লেশ।

তাৎপর্য

তথাকথিত সুখী বিষয়াসক্ত ব্যক্তিকে নিরন্তর আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক এবং আধিভৌতিক ক্লেশ সহ্য করতে হয়। প্রকৃতপক্ষে কেউই এই ত্রিতাপ দুঃখের প্রতিকার করতে পারে না। এই তিন প্রকার ক্লেশ কখনও একসঙ্গে আক্রমণ করতে পারে, আবার কখনও আলাদা আলাদাভাবে আক্রমণ করতে পারে। কখন যে কোন্ দিক থেকে এই দুঃখ আসবে, তার ভয়ে জীব সর্বদা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকে। বদ্ধ জীবকে এই ত্রিতাপ দুঃখের অন্তত একটি দুঃখের দ্বারা বিচলিত থাকতে হয়। তার থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় নেই।

শ্লোক ২৬

ক্বচিন্মিথো ব্যবহরন্ যৎ কিঞ্চিদ্ধনমন্যেভ্যো বা কাকিণিকামাত্রমপ্যপহরন্ যৎ কিঞ্চিদ্বা বিদ্বেষমেতি বিত্তশাঠ্যাৎ ॥ ২৬ ॥

ক্বচিৎ—কখনও; **মিথঃ**—পরস্পর; **ব্যবহরন্**—বিনিময় করে; **যৎ কিঞ্চিৎ**—অতি অল্প; **ধনম্**—ধন; **অন্যেভ্যঃ**—অন্যদের থেকে; **বা**—অথবা; **কাকিণিকা-মাত্রম্**—অতি অল্প (বিশ কড়ি); **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **অপহরন্**—প্রতারণা করে চুরি করে

নেয়; **যৎ কিঞ্চিৎ**—অতি অল্প মাত্রায়; **বা**—অথবা; **বিদ্বেষমেতি**—শত্রুতা সৃষ্টি করে; **বিত্ত-শাঠ্যাৎ**—ধন বঞ্চনার ফলে।

অনুবাদ

ধন বিনিময়ের ব্যাপারে যদি কেউ এক কড়ি অথবা তার থেকেও কম বঞ্চনা করে, তাহলে শত্রুতার সৃষ্টি হয়।

তাৎপর্য

একেই বলা হয় সংসার-দাবানল। মানুষের মধ্যে সাধারণ লেনদেনের ব্যাপারেও প্রতারণা অবশ্যম্ভাবী, কারণ বদ্ধ জীব ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব এবং বিপ্রলিপ্সা—এই চারটি দোষে দুষ্ট। জড় জগতের প্রভাব থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত এই চারটি ত্রুটি থাকবেই। তাই প্রতিটি মানুষেরই প্রবঞ্চনা করার প্রবণতা রয়েছে, যার প্রয়োগ হয় ব্যবসায় অথবা অর্থ বিনিময়ে। এই প্রতারণা করার প্রবণতার ফলে, টাকা-পয়সার লেনদেনের সময় বন্ধুরা পর্যন্ত শত্রুতে পরিণত হয়। দার্শনিকেরা অর্থনীতিবিদদের প্রতারক বলে অভিযুক্ত করে, আর দার্শনিক যখন টাকা-পয়সার সম্পর্কে আসে, অর্থনীতিবিদেরা তখন তাকে প্রতারক বলে অভিযুক্ত করে। এটিই হচ্ছে সংসার-জীবনের প্রকৃত রূপ। কেউ অতি উচ্চ স্তরের দর্শন প্রচার করতে পারে, কিন্তু যখন টাকা-পয়সার প্রয়োজন হয় তখন সে প্রতারকে পরিণত হয়। এই জড় জগতে তথাকথিত বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক এবং অর্থনীতিবিদেরা কোন না কোনরূপে এক-একজন প্রতারক ছাড়া আর কিছু নয়। বৈজ্ঞানিকেরা প্রতারক কারণ তারা বিজ্ঞানের নামে অনেক মিথ্যা কথা প্রচার করছে। তারা বলছে যে তারা চাঁদে গিয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা গবেষণার নামে জনসাধারণকে বিশাল ধনরাশি ঠকিয়েছে। তারা কার্যকর এবং প্রয়োজনীয় কোন কিছুই করতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত এই চারটি ত্রুটি থেকে মুক্ত কোন ব্যক্তিকে না পাওয়া যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত কারোর উপদেশ গ্রহণ করা উচিত নয়। তাহলে জড়-জাগতিক ক্লেশের শিকার হতে হবে। সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অথবা তাঁর সৎ প্রতিনিধির উপদেশ গ্রহণ করা। তাহলে ইহলোকে এবং পরলোকে সুখী হওয়া যায়।

শ্লোক ২৭

অধ্বন্যমুষ্মিন্নিম উপসর্গাস্তথা সুখদুঃখরাগদ্বেষভয়াভিমানপ্রমাদোন্মাদশোক-মোহলোভমাৎসর্যের্ষ্যাবমানক্ষুৎপিপাসাধিব্যাধিজন্মজরামরণাদয়ঃ ॥২৭॥

অধ্বনি—সংসার মার্গে; **অমুষ্মিন্**—তাতে; **ইমে**—এই সমস্ত; **উপসর্গাঃ**—শাশ্বত দুঃখ-দুর্দশা; **তথা**—তাও; **সুখ**—তথাকথিত সুখ; **দুঃখ**—দুঃখ; **রাগ**—আসক্তি; **দ্বেষ**—ঘৃণা; **ভয়**—ভয়; **অভিমান**—অভিমান; **প্রমাদ**—ভ্রম; **উন্মাদ**—উন্মত্ততা; **শোক**—শোক; **মোহ**—মোহ; **লোভ**—লোভ; **মাৎসর্য**—মাৎসর্য; **ঈর্ষ্য**—শত্রুতা; **অবমান**—অপমান; **ক্ষুৎ**—ক্ষুধা; **পিপাসা**—পিপাসা; **আধি**—কঠোর দুঃখ-দুর্দশা; **ব্যাধি**—রোগ; **জন্ম**—জন্ম; **জরা**—বার্ধক্য; **মরণ**—মৃত্যু; **আদয়ঃ**—ইত্যাদি।

অনুবাদ

এই সংসারে পূর্বোক্ত কষ্টগুলি তো আছেই, আর তা ছাড়া সুখ, দুঃখ, রাগ, দ্বেষ, ভয়, অভিমান, প্রমাদ, শোক, মোহ, লোভ, মাৎসর্য, ঈর্ষা, অপমান, ক্ষুধা, পিপাসা, আধি, ব্যাধি, জন্ম, জরা, মৃত্যু প্রভৃতি বহু কষ্টও রয়েছে। এগুলি একত্রে বদ্ধ জীবকে দুঃখ-দুর্দশা ছাড়া আর কিছুই প্রদান করে না।

তাৎপর্য

এই সংসারে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য বদ্ধ জীবকে এই সমস্ত পরিস্থিতি স্বীকার করতে হয়। মানুষ যদিও নিজেকে এক মহা বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ, সমাজসেবক ইত্যাদি বলে প্রচার করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা এক-একজন শঠ ছাড়া আর কিছু নয়। তাই *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৫) তাদের *মূঢ়* এবং *নরাধম* বলে বর্ণনা করা হয়েছে—

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥

"যে সমস্ত দুষ্কৃতকারী মূঢ়, নরাধম, মায়া যাদের জ্ঞান অপহরণ করে নিয়েছে এবং যারা আসুরিক ভাবাপন্ন নাস্তিক, তারা কখনও আমার শরণাগত হয় না।"

এই সমস্ত জড়বাদীদের, তাদের মূর্খতার জন্য *ভগবদ্গীতায়* নরাধম বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তারা মনুষ্যজন্ম লাভ করেছিল জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য, কিন্তু সেই অপূর্ব সুযোগের সদ্ব্যবহার না করে, তারা জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ অবস্থায় আরো বেশি করে জড়িয়ে পড়ে। তাই তাদের বলা হয় *নরাধম*। কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ, গণিতজ্ঞ—এরাও নরাধম কিনা; তার উত্তরে ভগবান বলেছেন যে, হ্যাঁ, তারাও নরাধম কারণ তাদের প্রকৃত জ্ঞান নেই। তারা কেবল তাদের প্রতিষ্ঠা এবং উপাধির গর্বে গর্বিত। প্রকৃতপক্ষে তারা জানে না কিভাবে এই জড় জগতের পরিস্থিতি থেকে মুক্ত হতে

হয় এবং দিব্য জ্ঞান ও আনন্দময় পারমার্থিক জীবনের বিকাশ সাধন করতে হয়। তাই তারা কেবল তথাকথিত সুখের অন্বেষণে তাদের সময় এবং শক্তির অপচয় করে। এগুলি হচ্ছে আসুরিক বৃত্তি। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, কেউ যখন এই সমস্ত আসুরিক বৃত্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়, তখন সে একটি মূঢ়তে পরিণত হয়। তার ফলে সে ভগবানের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়, এবং তাই সে জন্ম-জন্মান্তরে আসুরিক যোনিতে অসুর শরীর প্রাপ্ত হয়। এইভাবে সে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তার নিত্য সম্পর্কের কথা ভুলে গিয়ে জন্ম-জন্মান্তরে নরাধম হয়ে থাকে।

শ্লোক ২৮

ক্বাপি দেবমায়য়া স্ত্রিয়া ভুজলতোপগূঢ় প্রস্কন্নবিবেকবিজ্ঞানো যদ্বিহারগৃহারম্ভাকুলহৃদয়স্তদাশ্রয়াবসক্তসুতদুহিতৃকলত্রভাষিতাবলোকবিচেষ্টিতাপহৃতহৃদয় আত্মানমজিতাত্মাপারেঽন্ধে তমসি প্রহিণোতি ॥ ২৮ ॥

ক্বাপি—কোথাও; **দেবমায়য়া**—দৈবী মায়ার দ্বারা; **স্ত্রিয়া**—পত্নী বা বান্ধবীরূপী; **ভুজলতা**—লতাসদৃশ সুন্দর বাহুযুগলের দ্বারা; **উপগূঢ়ঃ**—গভীরভাবে আলিঙ্গিত হয়ে; **প্রস্কন্ন**—হারিয়ে; **বিবেক**—বিবেক; **বিজ্ঞানঃ**—বিশেষ জ্ঞান; **যৎ-বিহার**—স্ত্রীসঙ্গ সুখের জন্য; **গৃহ-আরম্ভ**—গৃহের অন্বেষণে; **আকুল-হৃদয়ঃ**—ব্যাকুল হয়ে; **তৎ**—সেই গৃহের; **আশ্রয়-অবসক্ত**—আশ্রয়াসক্ত; **সুত**—পুত্রের; **দুহিতৃ**—কন্যার; **কলত্র**—পত্নীর; **ভাষিত-অবলোক**—তাদের সম্ভাষণ এবং সুন্দর চাহনি; **বিচেষ্টিত**—কার্যকলাপের দ্বারা; **অপহৃত-হৃদয়ঃ**—যাদের চেতনা অপহৃত হয়েছে; **আত্মানম্**—স্বয়ং; **অজিত**—অসংযত; **আত্মা**—যার আত্মা; **অপারে**—অন্তহীন; **অন্ধে**—ঘন অন্ধকারে; **তমসি**—নারকীয় জীবনে; **প্রহিণোতি**—নিক্ষেপ করে।

অনুবাদ

কখনও বদ্ধ জীব মূর্তিমতী মায়ারূপিণী পত্নী অথবা বান্ধবীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে, তাদের আলিঙ্গন লাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তার ফলে তার বিবেক এবং জীবনের চরম লক্ষ্যরূপ বিজ্ঞান তিরোহিত হয়। তখন পারমার্থিক উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা পরিত্যাগ করে, সেই স্ত্রীর বিলাস-ভবন নির্মাণ করার জন্য ব্যগ্র হয়ে ওঠে। সেই বিলাস-ভবনে আসক্ত হয়ে তার স্ত্রী-পুত্রের সম্ভাষণ, অবলোকন এবং কার্যকলাপের দ্বারা মোহিত হয়। এইভাবে সে কৃষ্ণভক্তি রহিত হয়ে অপার অন্ধকার নরকে পতিত হয়।

তাৎপর্য

বদ্ধ জীব যখন তার প্রিয়তমা পত্নীর আলিঙ্গন প্রাপ্ত হয়, তখন সে কৃষ্ণভক্তির কথা সর্বতোভাবে ভুলে যায়। সে যতই তার স্ত্রীর প্রতি আসক্ত হয়, ততই সে সংসার-জীবনে জড়িয়ে পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন যে, প্রেমিকা যতই কুৎসিত হোক না কেন, প্রেমিকের দৃষ্টিতে সে অতি সুন্দর। এই আকর্ষণকে বলা হয় দেবমায়া। স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ উভয়েরই বন্ধনের কারণ। প্রকৃতপক্ষে উভয়েই ভগবানের পরা প্রকৃতি সম্ভূত, কিন্তু উভয়েই প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতি (স্ত্রী)। কিন্তু, যেহেতু উভয়েই পরস্পরকে উপভোগ করতে চায়, তাই কখনও কখনও তাদের পুরুষ বলে বর্ণনা করা হয়। প্রকৃতপক্ষে কেউই পুরুষ নয়, কিন্তু উভয়কেই তথাকথিতভাবে পুরুষ বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। স্ত্রী এবং পুরুষের মিলন হওয়া মাত্রই তারা গৃহ-ক্ষেত্র, ধন-সম্পদ, আত্মীয়-স্বজনের প্রতি আসক্ত হয়। এইভাবে তারা উভয়েই সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। *ভুজলতা-উপগূঢ়* বাক্যাংশটির অর্থ হচ্ছে 'স্ত্রীর ভুজলতার দ্বারা আলিঙ্গিত হয়ে'। এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, বদ্ধ জীব কিভাবে এই জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। যৌন-জীবনের পরিণতিস্বরূপ পুত্র-কন্যা উৎপন্ন হয়—এটিই হচ্ছে তার পরিণাম। এটিই হচ্ছে সংসারমার্গ।

শ্লোক ২৯

কদাচিদীশ্বরস্য ভগবতো বিষ্ণোশ্চক্রাৎ পরমাণ্বাদিদ্বিপরার্ধাপবর্গ-কালোপলক্ষণাৎ পরিবর্তিতেন বয়সা রংহসা হরত আব্রহ্মতৃণস্তম্বাদীনাং ভূতানামনিমিষতো মিষতাং বিত্রস্তহৃদয়স্তমেবেশ্বরং কালচক্রনিজায়ুধং সাক্ষাদ্ভগবন্তং যজ্ঞপুরুষমনাদৃত্য পাখণ্ডদেবতাঃ কঙ্কগৃধ্রবকবটপ্রায়া আর্যসময়পরিহৃতাঃ সাঙ্কেত্যেনাভিধত্তে ॥ ২৯ ॥

কদাচিৎ—কখনও; **ঈশ্বরস্য**—পরমেশ্বরের; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **বিষ্ণোঃ**—শ্রীবিষ্ণুর; **চক্রাৎ**—চক্র থেকে; **পরমাণু-আদি**—পরমাণুর কাল থেকে শুরু করে; **দ্বি-পরার্ধ**—ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল; **অপবর্গ**—সমাপ্তি; **কাল**—কালের; **উপলক্ষণাৎ**—লক্ষণযুক্ত; **পরিবর্তিতেন**—চক্রাকারে আবর্তনশীল; **বয়সা**—বয়সের ক্রম; **রংহসা**—দ্রুত গতিতে; **হরতঃ**—হরণ করে; **আব্রহ্ম**—ব্রহ্মা থেকে শুরু করে; **তৃণ-স্তম্ব-আদীনাম্**—ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র তৃণ পর্যন্ত; **ভূতানাম্**—সমস্ত জীবদের; **অনিমিষতঃ**—

অপলক; **মিষতাম্**—জীবের চোখের সামনে (তার প্রতিকার করতে অক্ষম); **বিত্রস্ত-হৃদয়ঃ**—ভীত চিত্তে; **তম্**—তাঁকে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **ঈশ্বরম্**—পরমেশ্বর; **কাল-চক্র-নিজ-আয়ুধম্**—যাঁর অস্ত্র হচ্ছে কালরূপ চক্র; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **ভগবন্তম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **যজ্ঞ-পুরুষম্**—সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা; **অনাদৃত্য**—অনাদর করে; **পাখণ্ড-দেবতাঃ**—মনগড়া অবতার (মনুষ্যসৃষ্ট ভগবান বা দেবতা); **কঙ্ক**—বাজপাখী; **গৃধ্র**—শকুনি; **বক**—বক; **অট-প্রায়াঃ**—কাকের মতো; **আর্য-সময়-পরিহৃতাঃ**—আর্যদের দ্বারা স্বীকৃত প্রামাণিক বৈদিক শাস্ত্রের দ্বারা তিরস্কৃত হয়ে; **সাঙ্কেত্যেন**—শাস্ত্র প্রমাণের ভিত্তিতে যা প্রতিষ্ঠিত নয়, সেই প্রকার স্বকপোলকল্পিত মতবাদ; **অভিধত্তে**—সে পূজার্হ বলে গ্রহণ করে।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চক্রের নাম হরিচক্র। সেই চক্র হচ্ছে কালচক্র। তা পরমাণু থেকে ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল পর্যন্ত বিস্তৃত এবং তা সমস্ত কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। এই কাল নিরন্তর আবর্তিত হচ্ছে এবং ব্রহ্মা থেকে শুরু করে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র তৃণ পর্যন্ত জীবের আয়ু হরণ করছে। তার ফলে শৈশব, বাল্য, যৌবন, বার্ধক্য ইত্যাদি পরিবর্তনের মাধ্যমে জীব মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছে। এই কালচক্রকে প্রতিহত করা অসম্ভব। পরমেশ্বর ভগবানের অস্ত্র হওয়ার ফলে এই কাল অত্যন্ত কঠোর। কখনও কখনও বদ্ধ জীব মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে, তার আসন্ন বিপদ থেকে উদ্ধার লাভের আশায় কারোর পূজা করতে চায়। তবুও সে অপ্রতিহত কাল যার আয়ুধ, সেই পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হয় না। বদ্ধ জীব তার পরিবর্তে অপ্রামাণিক শাস্ত্রবর্ণিত মনুষ্যসৃষ্ট দেবতা বা ভগবানের শরণ গ্রহণ করে। মনুষ্যসৃষ্ট এই সমস্ত অবতারেরা বাজ, শকুনি, বক এবং কাকের মতো। বৈদিক শাস্ত্রে এদের কোন উল্লেখ নেই। এই সমস্ত শকুনি, বাজ, কাক এবং বকেরা সিংহের আক্রমণ-সদৃশ আসন্ন মৃত্যু থেকে কাউকে রক্ষা করতে পারে না। যারা এই সমস্ত অপ্রামাণিক মনুষ্যসৃষ্ট দেবতাদের শরণ গ্রহণ করে, তারা মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পায় না।

তাৎপর্য

বলা হয়—*হরিং বিনা সৃতিং ন তরন্তি* । ভগবান শ্রীহরির কৃপা ব্যতীত কেউই মৃত্যুর করাল গ্রাস থেকে রক্ষা পায় না। *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে, *মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে*—যাঁরা সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত

হয়েছেন, তাঁরা জড়া প্রকৃতির করাল গ্রাস থেকে রক্ষা পেতে পারেন। বদ্ধ জীবেরা কিন্তু কখনও কখনও বিভিন্ন দেব-দেবী, মনুষ্যসৃষ্ট দেবতা, তথাকথিত অবতার বা ভণ্ড স্বামী বা যোগীর শরণ গ্রহণ করতে চায়। এই সমস্ত প্রতারকেরা দাবি করে যে, তারা ধর্মের পথ অনুসরণ করছে, এবং এই কলিযুগে এই প্রকার প্রতারণা ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়েছে। বহু পাষণ্ডী শাস্ত্রপ্রমাণ ছাড়াই নিজেদের ভগবান বলে প্রচার করে এবং মূর্খ মানুষেরা তাদের অনুগমন করে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *শ্রীমদ্ভাগবতম্* এবং *ভগবদ্গীতা* রেখে গেছেন। এই সমস্ত প্রামাণিক গ্রন্থের উল্লেখ না করে, সেই সমস্ত প্রবঞ্চকেরা মানুষের স্বকপোলকল্পিত অসৎ শাস্ত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার চেষ্টা করে। মানব-সমাজে আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশ সাধন করার চেষ্টায় সেটিই হচ্ছে বড় প্রতিবন্ধক। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন মানুষকে শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তির স্তরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু পাষণ্ডীরা এবং নাস্তিকেরা যারা হচ্ছে ভণ্ড এবং প্রবঞ্চক, তাদের সংখ্যা এতই অধিক যে, কখনও কখনও আমরা এই আন্দোলনকে কিভাবে যে এগিয়ে নিয়ে যাব, সেই কথা ভেবে বিচলিত হই। সে যাই হোক, এখানে যাদের কাক, শকুন, বাজ এবং বক বলে বর্ণনা করা হয়েছে, সেই সমস্ত তথাকথিত অবতার, ভগবান, প্রবঞ্চক এবং ধাপ্পাবাজদের পাষণ্ড-মত আমরা কখনই গ্রহণ করতে পারি না।

শ্লোক ৩০

যদা পাখণ্ডিভিরাত্মবঞ্চিতৈস্তৈরুরু বঞ্চিতো ব্রহ্মকুলং সমাবসংস্তেষাং শীলমুপনয়নাদিশ্রৌতস্মার্তকর্মানুষ্ঠানেন ভগবতো যজ্ঞপুরুষস্যারাধনমেব তদরোচয়ন্ শূদ্রকুলং ভজতে নিগমাচারেঽশুদ্ধিতো যস্য মিথুনীভাবঃ কুটুম্বভরণং যথা বানরজাতেঃ ॥ ৩০ ॥

যদা—যখন; **পাখণ্ডিভিঃ**—পাষণ্ডীদের (নাস্তিকদের) দ্বারা; **আত্ম-বঞ্চিতৈঃ**—যারা স্বয়ং বঞ্চিত হয়েছে; **তৈঃ**—তাদের দ্বারা; **উরু**—অধিক; **বঞ্চিতঃ**—প্রতারিত হয়ে; **ব্রহ্ম-কুলম্**—নিষ্ঠা সহকারে বৈদিক সংস্কৃতি অনুসরণকারী প্রকৃত ব্রাহ্মণগণ; **সমাবসন্**—আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য তাঁদের সঙ্গে বাস করে; **তেষাম্**—তাঁদের (নিষ্ঠা সহকারে বৈদিক নিয়ম অনুসরণকারী ব্রাহ্মণদের); **শীলম্**—সচ্চরিত্র; **উপনয়ন-আদি**—উপনয়ন সংস্কার আদির মাধ্যমে বদ্ধ জীবের আদর্শ ব্রাহ্মণে পরিণত হওয়ার শিক্ষা; **শ্রৌত**—বৈদিক বিধি অনুসারে; **স্মার্ত**—বেদোক্ত প্রামাণিক

উপদেশ অনুসারে; **কর্ম-অনুষ্ঠানেন**—কার্যকলাপের অনুষ্ঠান; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **যজ্ঞ-পুরুষস্য**—বৈদিক যজ্ঞের দ্বারা যিনি পূজিত হন; **আরাধনম্**—তাঁর আরাধনার পন্থা; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **তৎ অরোচয়ন্**—অসৎ ব্যক্তিদের পক্ষে তার অনুষ্ঠান কঠিন হওয়ার জন্য অরুচিকর বলে; **শূদ্র-কুলম্**—শূদ্রদের সমাজ; **ভজতে**—উন্মুখ হয়; **নিগম-আচারে**—বৈদিক নিয়ম অনুসারে আচরণ করায়; **অশুদ্ধিতঃ**—অপবিত্র; **যস্য**—যার; **মিথুনী-ভাবঃ**—মৈথুন সুখ অথবা বিষয়াসক্ত জীবন; **কুটুম্ব-ভরণম্**—পরিবার প্রতিপালন; **যথা**—যেমন; **বানর-জাতেঃ**—বানর-কুলের অথবা বানরদের বংশধর।

অনুবাদ

ভণ্ড স্বামী, যোগী এবং অবতারেরা, যারা ভগবানে বিশ্বাস করে না তাদের বলা হয় পাষণ্ডী। তারা স্বয়ং অধঃপতিত এবং প্রতারিত, কারণ তারা পারমার্থিক উন্নতি সাধনের প্রকৃত পন্থা সম্বন্ধে অবগত নয়, এবং যাঁরা তাদের কাছে যায়, তারাও নিঃসন্দেহে প্রতারিত হয়। এইভাবে প্রতারিত হয়ে কেউ যখন বৈদিক বিধির প্রকৃত অনুগামীর (ব্রাহ্মণ অথবা কৃষ্ণভক্তদের) শরণ গ্রহণ করে, তখন তাঁরা তাদের শিক্ষা দেন কিভাবে শ্রুতি এবং স্মৃতির নির্দেশ অনুসারে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করতে হয়। কিন্তু সেই পন্থা অনুসরণ করতে অক্ষম হয়ে সেই সমস্ত মূঢ় ব্যক্তিরা পুনরায় অধঃপতিত হয় এবং মৈথুন পরায়ণ শূদ্রদের শরণ গ্রহণ করে। বানর ইত্যাদি পশুদের মধ্যে মৈথুনের প্রবণতা অত্যন্ত প্রবল; তাই যে সমস্ত মানুষ মৈথুনপরায়ণ, তাদের বানরের বংশধর বলা যেতে পারে।

তাৎপর্য

জলচর প্রাণী থেকে শুরু করে পশুর স্তর পর্যন্ত ক্রমশ বিবর্তনের পর জীব অবশেষে মনুষ্য-শরীর প্রাপ্ত হয়। বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় প্রকৃতির তিনটি গুণ সর্বদা কার্যশীল। যারা সত্ত্বগুণের মাধ্যমে মনুষ্য-শরীর প্রাপ্ত হয়েছে, তারা তাদের পূর্ববর্তী পশুজীবনে গাভী ছিল। যারা রজোগুণের মাধ্যমে মনুষ্য শরীর প্রাপ্ত হয়েছে, তারা তাদের পূর্ববর্তী পশুজীবনে সিংহ ছিল, আর যারা তমোগুণের মাধ্যমে মনুষ্য-শরীর প্রাপ্ত হয়েছে, তারা তাদের পূর্ববর্তী পশুজীবনে বানর ছিল। এই যুগে যারা বানরের মাধ্যমে মনুষ্য-শরীর প্রাপ্ত হয়েছে, ডারউইনের মতো নৃতত্ত্ববিদের মতে, তারা বানরের বংশধর। এখানে আমরা জানতে পারি যে, যারা কেবল যৌন-জীবনের প্রতি আসক্ত, তাদের অবস্থা প্রকৃতপক্ষে বানরদের থেকে কোন মতেই উন্নত নয়। বানরেরা মৈথুনসুখ উপভোগে অত্যন্ত পারদর্শী, এবং কখনও কখনও বানরদের

যৌনগ্রন্থি মানুষের শরীরে স্থাপন করা হয়, যাতে বৃদ্ধ বয়সেও তারা যৌনসুখ উপভোগ করতে পারে। এইভাবে আধুনিক সভ্যতার প্রগতি হচ্ছে। ভারতবর্ষ থেকে বহু বানর ইউরোপে রপ্তানি করা হয়েছে, যাতে তাদের যৌনগ্রন্থিগুলি বৃদ্ধদের শরীরে লাগানো যায়। যারা প্রকৃতপক্ষে বানরের বংশধর, তারা যৌন আচরণের মাধ্যমে তাদের সম্ভ্রান্ত পরিবারের বিস্তার সাধনের ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী। বেদেও এমন কিছু সংস্কার রয়েছে, যার দ্বারা যৌন-জীবনের উন্নতি সাধন করা যায় এবং উচ্চতর গ্রহলোকে যাওয়া যায়, যেখানে দেবতারা যৌনসুখ উপভোগ করেন। দেবতারাও অত্যন্ত যৌনসুখ পরায়ণ, কারণ সেটিই হচ্ছে জড় সুখভোগের ভিত্তি।

সর্বপ্রথমে বদ্ধ জীব যখন জড়-জাগতিক দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তি সাধনের জন্য তথাকথিত স্বামী, যোগী এবং অবতারদের শরণ গ্রহণ করে, তখন সে প্রতারিত হয়। কিন্তু যখন তাদের মাধ্যমে তার দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তি সাধন হয় না, তখন সে ভগবদ্ভক্ত এবং শুদ্ধ ব্রাহ্মণদের শরণাগত হয়, যাঁরা তাকে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার চরম স্তরে উন্নীত করার চেষ্টা করে। কিন্তু অসৎ বদ্ধ জীব অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, আসবপান, দ্যূতক্রীড়া এবং আমিষ আহারের বিধি-নিষেধগুলি পালন করতে পারে না। তার ফলে সে অধঃপতিত হয়ে বানরসদৃশ মানুষদের শরণ গ্রহণ করে। এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে এই সমস্ত বানরসদৃশ মানুষেরা, যারা শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল, তারা বিধি-নিষেধগুলি নিষ্ঠা সহকারে পালন করতে না পারার ফলে অধঃপতিত হয়ে মৈথুন-ভিত্তিক সংস্থা তৈরি করার চেষ্টা করে। তার থেকে প্রমাণিত হয় যে এরা হচ্ছে বানরের বংশধর, যে-কথা ডারউইন প্রতিপন্ন করেছে। এই শ্লোকে তাই স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে—*যথা বানরজাতেঃ* ।

শ্লোক ৩১

তত্রাপি নিরবরোধঃ স্বৈরেণ বিহরন্নতিকৃপণবুদ্ধিরন্যোন্যমুখনিরীক্ষণাদিনা গ্রাম্যকর্মণৈব বিস্মৃতকালাবধিঃ ॥ ৩১ ॥

তত্র-অপি—সেই অবস্থায় (বানরদের বংশধর মানব-সমাজে); **নিরবরোধঃ**—অবাধে; **স্বৈরেণ**—স্বাধীনভাবে, জীবনের উদ্দেশ্য ভ্রষ্ট হয়ে; **বিহরন্**—বানরের মতো উপভোগ করে; **অতি-কৃপণ-বুদ্ধিঃ**—যথাযথভাবে তার সম্পদের সদ্ব্যবহার না করার ফলে, যার বুদ্ধি অত্যন্ত মন্দ; **অন্যোন্য**—পরস্পরের; **মুখ-নিরীক্ষণ-আদিনা**—মুখ দর্শন করে (কোন পুরুষ যখন কোন রমণীর সুন্দর মুখমণ্ডল দর্শন করে, এবং কোন স্ত্রী যখন কোন পুরুষের সুগঠিত দেহ দর্শন করে, তখন তারা পরস্পরকে

কামনা করে); **গ্রাম্য-কর্মণা**—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য জড় কার্যকলাপের দ্বারা; **এব**—কেবল; **বিস্মৃত**—বিস্মৃত; **কাল-অবধিঃ**—সীমিত আয়ুষ্কাল (যার পর অবনতি অথবা উন্নতির মাধ্যমে বিবর্তন হয়)।

অনুবাদ

এইভাবে বানরের বংশধরেরা পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশা করে। তারা সাধারণত শূদ্র বলে পরিচিত। জীবনের উদ্দেশ্য না জেনে তারা অবাধে বিচরণ করে। তারা কেবল পরস্পরের মুখদর্শন করে মুগ্ধ হয়, কারণ তার ফলে তারা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করে। তারা সর্বদা গ্রাম্যকর্ম বা জড়-জাগতিক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়, এবং জাগতিক লাভের উদ্দেশ্যে তারা কঠোর পরিশ্রম করে। এইভাবে তারা সম্পূর্ণরূপে ভুলে যায় যে, একদিন তাদের আয়ু শেষ হয়ে যাবে এবং বিবর্তনের চক্রে তারা অধঃপতিত হবে।

তাৎপর্য

বিষয়াসক্ত মানুষদের কখনও কখনও শূদ্র বা বানরের বংশধর বলা হয়, কারণ তাদের বুদ্ধি বানরের মতো। বিবর্তনের পন্থা যে কিভাবে সম্পাদিত হচ্ছে, তা জানার কোন রকম আগ্রহ তাদের নেই, এবং মনুষ্য-জীবনের স্বল্প আয়ু শেষ হয়ে গেলে যে তাদের কি হবে, সেই সম্বন্ধে জানার কোন আগ্রহও তাদের নেই। এটিই হচ্ছে শূদ্রের মনোভাব। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা অনুসারে, এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন শূদ্রদের ব্রাহ্মণের স্তরে উন্নীত করার চেষ্টা করছে, যাতে তারা জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত হতে পারে। দুর্ভাগ্যবশত, ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হওয়ার ফলে, জড়বাদী মানুষেরা এই আন্দোলনকে সাহায্য করতে চায় না। পক্ষান্তরে, তাদের কেউ কেউ বাধা দেবার চেষ্টা করে। বানরের কাজই হচ্ছে ব্রাহ্মণদের কার্যকলাপে উৎপাত সৃষ্টি করা। বানরের বংশধরেরা সম্পূর্ণরূপে ভুলে যায় যে, একদিন তাদের মৃত্যুবরণ করতে হবে, এবং যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও জাগতিক উন্নতির গর্বে তারা এত গর্বিত, তা তাদের মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না। *গ্রাম্য-কর্মণা* শব্দটির অর্থ হচ্ছে কেবল দেহসুখের উন্নতি সাধন করার কার্যকলাপ। বর্তমানে সমস্ত মানব-সমাজ দৈহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান এবং অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনেই ব্যস্ত। মৃত্যুর পর যে তাদের কি হবে, সে সম্বন্ধে জানতে তারা মোটেই আগ্রহী নয়। এমনকি আত্মার যে জন্মান্তর হয়, সেই কথা পর্যন্ত তারা বিশ্বাস করতে চায় না। কেউ যখন বিজ্ঞান-সম্মতভাবে বিবর্তনের

তথ্য অধ্যয়ন করে, তখন সে বুঝতে পারে যে, মনুষ্য-জীবন হচ্ছে উন্নতির পথ অথবা অবনতির পথ গ্রহণ করার সন্ধিস্থল। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৫) বলা হয়েছে—

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্ ॥

"যারা দেবতাদের পূজা করে তারা দেবলোক প্রাপ্ত হবে; যারা ভূত-প্রেতের পূজা করে তারা তাদের গতি প্রাপ্ত হবে; যারা পিতৃদেবের পূজা করে তারা পিতৃলোক প্রাপ্ত হবে; আর যারা আমার পূজা করে তারা আমাকে প্রাপ্ত হবে।"

পরবর্তী জীবনে উন্নতি সাধন করার জন্য এই জীবনেই আমাদের প্রস্তুত হতে হবে। যারা রজোগুণে রয়েছে, তারা সাধারণত স্বর্গলোকে উন্নীত হতে চায়। কেউ কেউ অজ্ঞাতসারে পশুস্তরে অধঃপতিত হয়। যারা সত্ত্বগুণে রয়েছে, তারা ভগবদ্ভক্তি পরায়ণ হয়, এবং তারপর তারা ভগবদ্ধামে ফিরে যায় (*যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্*)। সেটিই হচ্ছে মনুষ্য-জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন বুদ্ধিমান মানুষদের ভগবদ্ভক্তির স্তরে উন্নীত করার চেষ্টা করছে। জাগতিক জীবনে উন্নতি লাভের চেষ্টায় সময়ের অপচয় না করে, ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত। তখন সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/২/১৭) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎসতাম্ ॥

"পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যিনি পরমাত্মা রূপে সকলের হৃদয়ে বিরাজমান এবং তাঁর অনন্য ভক্তদের সুহৃৎ, তিনি ভক্ত হৃদয়ের প্রাকৃত সুখভোগের সমস্ত বাসনা বিধৌত করেন। যখন তাঁর নাম এবং বাণী শ্রবণ ও কীর্তন করা হয়, তখন জীবন পবিত্র হয়ে ওঠে।"

সেই জন্য কেবল বিধি-নিষেধগুলি পালন করতে হয়, ব্রাহ্মণোচিত আচরণ করতে হয়, হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে হয় এবং *ভগবদ্গীতা* ও *শ্রীমদ্ভাগবত* পাঠ করতে হয়। এইভাবে তম এবং রজোগুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া যায়, এবং সেই সমস্ত গুণের মোহ থেকে মুক্ত হয়ে পূর্ণ শান্তি লাভ করা যায়। এইভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে হৃদয়ঙ্গম করা যায় এবং তাঁর সঙ্গে সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভ করা যায় (*সিদ্ধিং পরমাং গতাঃ*)।

শ্লোক ৩২

ক্বচিদ্ দ্রুমবদৈহিকার্থেষু গৃহেষু রংস্যন্ যথা বানরঃ সুতদারবৎসলো ব্যবায়ক্ষণঃ ॥ ৩২ ॥

ক্বচিৎ—কখনও; **দ্রুম-বৎ**—বৃক্ষের মতো (বানর যেমন এক গাছ থেকে আর এক গাছে লাফালাফি করে, বদ্ধ জীবও তেমন এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হয়); **ঐহিক-অর্থেষু**—জড়-জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভের জন্য; **গৃহেষু**—গৃহে (অথবা শরীরে); **রংস্যন্**—সুখ অনুভব করে (পশু, মানব অথবা দেবতারূপে এক দেহ থেকে আর এক দেহে); **যথা**—ঠিক যেমন; **বানরঃ**—বানর; **সুত-দার-বৎসলঃ**—পত্নী এবং সন্তানদের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত; **ব্যবায়-ক্ষণঃ**—মৈথুন উৎসবে যার অবসর সময় অতিবাহিত হয়।

অনুবাদ

বানর যেমন এক গাছ থেকে আর এক গাছে লাফালাফি করে, ঠিক তেমনই বদ্ধ জীব এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হয়। বানর যেমন অবশেষে শিকারীর জালে বন্দী হয় এবং তখন আর তার বন্ধন মুক্ত হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না, ঠিক তেমনই বদ্ধ জীব ক্ষণস্থায়ী মৈথুন-সুখের প্রতি আসক্ত হয়ে সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। সংসার-জীবন বদ্ধ জীবকে ক্ষণস্থায়ী মৈথুন উৎসবে মগ্ন হওয়ার অবসর প্রদান করে, এবং তার ফলে সে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে সম্পূর্ণরূপে অসমর্থ হয়ে পড়ে।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/৯/২৯) বলা হয়েছে—*বিষয়ঃ খলু সর্বতঃ স্যাৎ* । আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুন—এই সমস্ত দৈহিক প্রয়োজনগুলি যেকোন জীবনেই অনায়াসে লাভ করা যায়। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বানরেরা মৈথুনের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত। এক-একটি বানরের কম করে কুড়ি-পঁচিশটি পত্নী থাকে, এবং বানরীকে ধরার জন্য সে এক গাছ থেকে আর এক গাছে লাফালাফি করে। এইভাবে সে মৈথুন পরায়ণ হয়। বানরের কাজই হচ্ছে এক গাছ থেকে আর এক গাছে লাফালাফি করে তার পত্নীদের সঙ্গে মৈথুনসুখ উপভোগ করা। বদ্ধ জীবও তাই করছে—এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হয়ে মৈথুনকার্যে লিপ্ত হচ্ছে। তার ফলে এই জড় জগতের বন্ধন থেকে যে কিভাবে মুক্ত হওয়া

যায়, সেই কথা সে সম্পূর্ণরূপে ভুলে যায়। কখনও কখনও ব্যাধ বানরদের ধরে বাজারে নিয়ে গিয়ে তাদের বিক্রি করে, যাতে ডাক্তারেরা তাদের গ্রন্থিগুলি অন্য আর এক বানরের সুবিধার্থে ব্যবহার করতে পারে। অর্থনৈতিক প্রগতি এবং যৌন-জীবনের উন্নতি সাধনের নামে এই সব হচ্ছে।

শ্লোক ৩৩

এবমধ্বন্যবরুদ্ধানো মৃত্যুগজভয়াত্তমসি গিরিকন্দরপ্রায়ে ॥ ৩৩ ॥

এবম্—এইভাবে; **অধ্বনি**—ইন্দ্রিয়তৃপ্তির পথে; **অবরুদ্ধানঃ**—অবরুদ্ধ হওয়ার ফলে, সে জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য বিস্মৃত হয়; **মৃত্যু-গজ-ভয়াৎ**—মৃত্যুরূপ হস্তীর ভয়ে; **তমসি**—অন্ধকারে; **গিরি-কন্দর-প্রায়ে**—পর্বতের অন্ধকার গুহার মতো।

অনুবাদ

এই জড় জগতে বদ্ধ জীব যখন পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা ভুলে যায় এবং কৃষ্ণভক্তির অনুশীলন করে না, তখন সে নানা রকম দুষ্কর্ম এবং পাপে প্রবৃত্ত হয়। তখন তাকে ত্রিতাপ দুঃখ ভোগ করতে হয়, এবং মৃত্যুরূপ হস্তীর ভয়ে ভীত হয়ে সে অন্ধকার গিরিকন্দরে পতিত হয়।

তাৎপর্য

সকলেই মৃত্যুভয়ে ভীত, এবং বিষয়াসক্ত মানুষ যতই বলবান হোক না কেন, যখন রোগ হয় এবং বার্ধক্য আসে, তখন তাকে অবশ্যই মৃত্যুর পরোয়ানা গ্রহণ করতে হয়। মৃত্যুর এই পরোয়ানা গ্রহণে সে তখন অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়। তার ভয়কে হাতির ভয়ে ভীত হয়ে অন্ধকার গিরিকন্দরে প্রবেশ করার মতো বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৩৪

ক্বচিচ্ছীতবাতাদ্যনেকদৈবিকভৌতিকাত্মীয়ানাং দুঃখানাং প্রতি-নিবারণেঽকল্পো দুরন্তবিষয়বিষণ্ণ আস্তে ॥ ৩৪ ॥

ক্বচিৎ—কখনও; **শীত-বাত-আদি**—প্রচণ্ড শীত অথবা প্রবল বায়ু ইত্যাদির মতো; **অনেক**—বহু; **দৈবিক**—দেবতা অথবা আমাদের নিয়ন্ত্রণের অতীত ক্ষমতার দ্বারা;

ভৌতিক—অন্যান্য জীবদের দ্বারা প্রদত্ত; **আত্মীয়ানাম্**—বদ্ধ জড় দেহ এবং মন দ্বারা প্রদত্ত; **দুঃখানাম্**—বহু প্রকার দুঃখকষ্ট; **প্রতিনিবারণে**—প্রতিকার করতে; **অকল্পঃ**—অক্ষম হয়ে; **দুরন্ত**—দুরতিক্রম্য; **বিষয়**—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বিষয় থেকে; **বিষণ্ণঃ**—বিষাদগ্রস্ত; **আস্তে**—থাকে।

অনুবাদ

বদ্ধ জীব প্রবল শীত, প্রচণ্ড ঝড়ঝঞ্ঝা ইত্যাদি বহু প্রকার দৈহিক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে। তাকে আধিদৈবিক, আধিভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক দুঃখও ভোগ করতে হয়। যখন সে সেগুলির প্রতিকার করতে অক্ষম হয়, তখন তাকে নানা প্রকার দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করতে হয়। তার জড় সুখভোগের বাসনা চরিতার্থ না হওয়ার ফলে, সে স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়।

শ্লোক ৩৫

ক্বচিন্মিথো ব্যবহরন্ যৎ কিঞ্চিদ্ধনমুপযাতি বিত্তশাঠ্যেন ॥ ৩৫ ॥

ক্বচিৎ—কখনও বা কোথাও; **মিথঃ ব্যবহরন্**—বিনিময়; **যৎ**—যা কিছু; **কিঞ্চিৎ**—অল্প মাত্রায়; **ধনম্**—জড়-জাগতিক সুযোগ-সুবিধা বা সম্পদ; **উপযাতি**—সে প্রাপ্ত হয়; **বিত্ত-শাঠ্যেন**—অন্যের ধন-সম্পদ ঠকিয়ে নেওয়া।

অনুবাদ

বদ্ধ জীবদের মধ্যে যখন অর্থের বিনিময় হয়, তখন প্রতারণার ফলে শত্রুতার সৃষ্টি হয়। অতি অল্প লাভের জন্য বদ্ধ জীবদের বন্ধুত্ব শত্রুতায় পর্যবসিত হয়।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (৫/৫/৮) বলা হয়েছে—

পুংসঃ স্ত্রিয়া মিথুনীভাবমেতং
তয়োর্মিথো হৃদয়গ্রন্থিমাহুঃ ।
অতো গৃহক্ষেত্রসুতাপ্তবিত্তৈ-
র্জনস্য মোহোঽয়মহং মমেতি ॥

বানরসদৃশ বদ্ধ জীব প্রথমে মৈথুনের প্রতি আসক্ত হয়, এবং বাস্তবিক সম্ভোগের পর সে আরও বেশি আসক্ত হয়ে পড়ে। তখন তার গৃহ, খাদ্য, বন্ধু-বান্ধব, ধন-

সম্পদ ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। সেগুলি সংগ্রহ করার জন্য তাকে অন্যদের প্রতারণা করতে হয় এবং তার ফলে তার সব চাইতে অন্তরঙ্গ বন্ধুর সঙ্গেও তার শত্রুতা গড়ে ওঠে। কখনও কখনও পিতা অথবা গুরুর সঙ্গেও বদ্ধ জীবের এই প্রকার শত্রুতার সৃষ্টি হয়। বিধি-নিষেধগুলি নিষ্ঠা সহকারে পালন না করা হলে, কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও অসৎ কর্মে লিপ্ত হওয়া সম্ভব। তাই অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে বিধি-নিষেধগুলি অনুসরণ করার জন্য আমরা আমাদের শিষ্যদের উপদেশ দিই; তা না হলে সদস্যদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হওয়ার ফলে, মানব-সমাজের উন্নতি সাধনের জন্য সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনটি ভেঙ্গে পড়তে পারে। যারা এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যেতে ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী, তাদের সব সময় সেই কথা মনে রাখা উচিত এবং নিষ্ঠা সহকারে বিধি-নিষেধগুলি পালন করা উচিত যাতে তাদের মন বিচলিত না হয়।

শ্লোক ৩৬

ক্বচিৎ ক্ষীণধনঃ শয্যাসনাশনাদ্যুপভোগবিহীনো যাবদপ্রতিলব্ধমনোরথো-
পগতাদানেঽবসিতমতিস্ততস্ততোঽবমানাদীনি জনাদভিলভতে ॥ ৩৬ ॥

ক্বচিৎ—কখনও; **ক্ষীণ-ধনঃ**—যথেষ্ট ধন না থাকায়; **শয্যা-আসন-অশন-আদি**—শয্যা, আসন অথবা আহারের স্থান; **উপভোগ**—জড় সুখভোগের; **বিহীনঃ**—বঞ্চিত হয়ে; **যাবৎ**—যতক্ষণ; **অপ্রতিলব্ধ**—না পেয়ে; **মনোরথ**—বাসনার দ্বারা; **উপগত**—প্রাপ্ত হয়ে; **আদানে**—অন্যায়ভাবে হরণ করে; **অবসিত-মতিঃ**—মনের সঙ্কল্প; **ততঃ**—সেই কারণে; **ততঃ**—তা থেকে; **অবমান-আদীনি**—অপমান এবং দণ্ড; **জনাৎ**—জনসাধারণের কাছ থেকে; **অভিলভতে**—প্রাপ্ত হয়।

অনুবাদ

কখনও কখনও অর্থাভাবের ফলে বদ্ধ জীবের বাসস্থান থাকে না। কখনও কখনও তার বসার মতো স্থানও থাকে না এবং সে আহারাদি একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি থেকেও বঞ্চিত হয়। এইভাবে সে যখন অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত হয়, তখন সৎ উপায়ে প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি সংগ্রহ করতে অক্ষম হয়ে, সে অসৎ উপায়ে অন্যের ধন অপহরণ করতে চায়। সে তার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু পায় না, উপরন্তু সে কেবল অন্যের কাছে অপমানিত হয় এবং তার ফলে অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়।

তাৎপর্য

প্রবাদ রয়েছে, অভাবের নিয়ম নেই। বদ্ধ জীবের যখন জীবনের নিতান্ত আবশ্যকীয় বস্তুগুলি সংগ্রহের জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়, তখন সে যে কোন উপায় অবলম্বন করে। সে তখন ভিক্ষা করে, ধার করে অথবা চুরি করে। তা সত্ত্বেও সে এই সমস্ত বস্তুগুলি প্রাপ্ত হওয়ার পরিবর্তে অপমানিত হয় এবং দণ্ডিত হয়। খুব ভালভাবে সংগঠিত না হলে অসৎ উপায়েও ধন সংগ্রহ করা যায় না। কেউ যদি অন্যায়ভাবে ধন-সম্পদ সংগ্রহ করেও, তাহলেও সরকার অথবা জনসাধারণের দণ্ড এবং অপমান এড়ানো যায় না। ধন অপহরণের দায়ে বিখ্যাত ব্যক্তির গ্রেফতার এবং কারারুদ্ধ হওয়ার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। কেউ কারাগারের দণ্ড এড়াতে পারে, কিন্তু যিনি জড়া প্রকৃতির মাধ্যমে কর্ম করেন, সেই ভগবানের দণ্ড এড়াবার ক্ষমতা কারও নেই। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৪) বর্ণনা করা হয়েছে—*দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া* । প্রকৃতি অত্যন্ত নিষ্ঠুর। তিনি কাউকে ক্ষমা করেন না। কেউ যখন প্রকৃতিকে অবহেলা করে, তখন সে সব রকম পাপকর্মে লিপ্ত হয় এবং সেই জন্য তাকে দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করতে হয়।

শ্লোক ৩৭

এবং বিত্তব্যতিষঙ্গবিবৃদ্ধবৈরানুবন্ধোঽপি পূর্ববাসনয়া মিথ উদ্বহত্যথাপবহতি ॥ ৩৭ ॥

এবম্—এইভাবে; **বিত্ত-ব্যতিষঙ্গ**—আর্থিক লেনদেনের ফলে; **বিবৃদ্ধ**—বর্ধিত; **বৈর-অনুবন্ধঃ**—শত্রুতা; **অপি**—যদিও; **পূর্ব-বাসনয়া**—পূর্বকৃত পাপকর্মের পরিণাম-স্বরূপ; **মিথঃ**—পরস্পর; **উদ্বহতি**—পুত্র এবং কন্যার বিবাহসূত্রে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার দ্বারা; **অথ**—তারপর; **অপবহতি**—বৈবাহিক সম্পর্ক ত্যাগ করে বা বিবাহ বিচ্ছেদ হয়।

অনুবাদ

পরস্পরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হওয়া সত্ত্বেও বার বার তাদের বাসনা চরিতার্থ করার জন্য তারা বিবাহ করে। দুর্ভাগ্যবশত তাদের বিবাহ দীর্ঘস্থায়ী হয় না। বিবাহ-বিচ্ছেদ ইত্যাদির দ্বারা তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়।

তাৎপর্য

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রতিটি বদ্ধ জীবের প্রতারণা করার প্রবণতা রয়েছে, এমনকি বিবাহতেও। জড় জগতের সর্বত্রই বদ্ধ জীবেরা পরস্পরের প্রতি

ঈর্ষাপরায়ণ। কিছুকালের জন্য মানুষের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়, কিন্তু অবশেষে তারা শত্রু হয়ে যায় এবং ধন-সম্পদ নিয়ে ঝগড়া করে। কখনও কখনও তারা বিবাহ করে এবং তারপর বিবাহ-বিচ্ছেদের মাধ্যমে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। অর্থাৎ, তাদের মিলন কখনও চিরস্থায়ী হয় না। প্রতারণা করার প্রবণতার ফলে, উভয় পক্ষই সর্বদা পরস্পরের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ থাকে। এমনকি কৃষ্ণভক্তির পথেও জড়-জাগতিক প্রবৃত্তির প্রাধান্যের ফলে শত্রুতার সৃষ্টি হয় এবং বিচ্ছেদ হয়।

শ্লোক ৩৮

এতস্মিন্ সংসারাধ্বনি নানাক্লেশোপসর্গবাধিত আপন্নবিপন্নো যত্রযস্তমু হ বাবেতরস্তত্র বিসৃজ্যব জাতং জাতমুপাদায় শোচন্ মুহ্যন্ বিভ্যদ্বিবদন্-ক্রন্দন্ সংহৃষ্যন্ গায়ন্নহ্যমানঃ সাধুবর্জিতো নৈবাবর্ততেঽদ্যাপি যত আরব্ধ এষ নরলোকসার্থো যমধ্বনঃ পারমুপদিশন্তি ॥ ৩৮ ॥

এতস্মিন্—এই; **সংসার**—দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ অবস্থার; **অধ্বনি**—পথে; **নানা**—বিবিধ; **ক্লেশ**—কষ্ট; **উপসর্গ**—সংসার-ক্লেশের দ্বারা; **বাধিতঃ**—পীড়িত; **আপন্ন**—কখনও কখনও লাভ হওয়ার ফলে; **বিপন্নঃ**—কখনও কখনও ক্ষতি হওয়ার ফলে; **যত্র**—যাতে; **যঃ**—যে; **তম্**—তাকে; **উ হ বাব**—অথবা; **ইতরঃ**—অন্য কেউ; **তত্র**—সেখানে; **বিসৃজ্য**—পরিত্যাগ করে; **জাতম্ জাতম্**—নবজাত; **উপাদায়**—গ্রহণ করে; **শোচন্**—শোক করে; **মুহ্যন্**—মোহাচ্ছন্ন হয়ে; **বিভ্যৎ**—ভীত হয়ে; **বিবদন্**—কখনও চিৎকার করে; **ক্রন্দন্**—কখনও ক্রন্দন করে; **সংহৃষ্যন্**—কখনও কখনও প্রসন্ন হয়ে; **গায়ন্**—গান করে; **নহ্যমানঃ**—আবদ্ধ হয়ে; **সাধু-বর্জিতঃ**—সাধু মহাত্মাদের সঙ্গরহিত; **ন**—না; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **আবর্ততে**—প্রাপ্ত হয়; **অদ্য-অপি**—এখন পর্যন্ত; **যতঃ**—যার থেকে; **আরব্ধঃ**—শুরু হয়েছে; **এষঃ**—এই; **নরলোক**—জড় জগতের; **স-অর্থঃ**—স্বার্থপর জীব; **যম্**—যাঁকে (পরমেশ্বর ভগবান); **অধ্বনঃ**—সংসার মার্গের; **পারম্**—পরপারে; **উপদিশন্তি**—মহাত্মারা ইঙ্গিত করেন।

অনুবাদ

এই সংসার-মার্গ বহুবিধ ক্লেশে পূর্ণ, এবং বিবিধ দুঃখ-দুর্দশা বদ্ধ জীবকে সর্বদা পীড়া দেয়। কখনও কখনও তার ক্ষতি হয়, আবার কখনও তার লাভ হয়। উভয় অবস্থাতেই এই মার্গ বিপদে পূর্ণ। কখনও কখনও বদ্ধ জীব মৃত্যু অথবা অন্য পরিস্থিতির দ্বারা তার পিতার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। পিতাকে পরিত্যাগ করে

সে তার সন্তান-সন্ততির প্রতি আসক্ত হয়। এইভাবে বদ্ধ জীব মোহাচ্ছন্ন হয় এবং ভীত হয়। কখনও সে ভয়ে আর্তনাদ করে। কখনও সে তার পরিবারের ভরণ-পোষণ করে সুখী হয়, এবং কখনও সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে দান করে। এইভাবে সে এই জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং অনাদিকাল ধরে ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা ভুলে থাকে। এইভাবে সে বিপদসঙ্কুল সংসার-মার্গে বিচরণ করে, এবং কখনই সে সুখী হতে পারে না। যাঁরা আত্ম-তত্ত্ববিৎ তাঁরা এই ভয়ঙ্কর সংসার-সমুদ্র থেকে উত্তীর্ণ হবার জন্য পরমেশ্বর ভগবানের শরণ গ্রহণ করেন। ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন না করে কখনও সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। অর্থাৎ এই জড় জগতে কেউই সুখী হতে পারে না। তাই কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করা অবশ্য কর্তব্য।

তাৎপর্য

সংসার-জীবনের সম্যক্ বিশ্লেষণ করলে যে কোন সুস্থ মস্তিষ্ক-সম্পন্ন মানুষ বুঝতে পারে যে, এই জগতে সুখের লেশমাত্রও নেই। কিন্তু অনাদিকাল ধরে বিপদের পথে চলতে থাকার ফলে এবং সাধুসঙ্গ না করার ফলে, বদ্ধ জীব মোহাচ্ছন্ন হয়ে এই জড় জগতে আনন্দ উপভোগ করতে চায়। মায়া কখনও কখনও তাকে তথাকথিত সুখ উপভোগ করার সুযোগ দেয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মায়ার প্রভাবে বদ্ধ জীব নিরন্তর দণ্ডই ভোগ করে। তাই বলা হয়েছে—*দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়* (*চৈতন্য-চরিতামৃত মধ্য* ২০/১১৮)। সংসার-জীবন মানে হচ্ছে নিরন্তর দুঃখ ভোগ করা, কিন্তু কখনও কখনও দুঃখের উপশম হওয়ার ফলে আমাদের সুখের অনুভূতি হয়। কখনও কখনও অপরাধীকে দণ্ডদান করার জন্য নদীর জলে চোবান হয় এবং তারপর ক্ষণিকের জন্য তাকে জল থেকে তুলে আবার তাকে জলে চোবান হয়। বাস্তবিকপক্ষে, এই সমস্ত করা হয়, দণ্ডদানের উদ্দেশ্যে, কিন্তু তাকে যখন জল থেকে তোলা হয়, তখন সে সামান্য স্বস্তি লাভ করে। এই জড় জগতে বদ্ধ জীবের অবস্থা ঠিক সেই রকম। সমস্ত শাস্ত্রে তাই ভগবদ্ভক্ত এবং সাধু মহাত্মার সঙ্গ করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

'সাধুসঙ্গ', 'সাধুসঙ্গ'—সর্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়॥

(*চৈতন্য-চরিতামৃত মধ্য* ২২/৫৪)

অতি অল্পক্ষণের জন্যও সাধুসঙ্গ করার ফলে বদ্ধ জীব এই দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ সংসার থেকে মুক্ত হতে পারে। এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন তাই সকলকে সাধুসঙ্গ

করার সুযোগ দিচ্ছে। তাই কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের সমস্ত সদস্যদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে অধঃপতিত বদ্ধ জীবদের এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার সুযোগ দেবার জন্য নিজেদের আদর্শ সাধুতে পরিণত করা। সেটিই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ লোকহিতকর কার্য।

শ্লোক ৩৯

যদিদং যোগানুশাসনং ন বা এতদবরুন্ধতে যন্ন্যস্তদণ্ডা মুনয় উপশমশীলা উপরতাত্মানঃ সমবগচ্ছন্তি ॥ ৩৯ ॥

যৎ—যা; **ইদম্**—পরমেশ্বর ভগবানের এই পরম ধাম; **যোগ-অনুশাসনম্**—কেবল ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনের ফলেই যা লাভ করা যায়; **ন**—না; **বা**—অথবা; **এতৎ**—মুক্তির এই পথ; **অবরুন্ধতে**—লাভ করে; **যৎ**—অতএব; **ন্যস্ত-দণ্ডাঃ**—যাঁরা অপরের প্রতি ঈর্ষা ত্যাগ করেছেন; **মুনয়ঃ**—মহাত্মা; **উপশমশীলাঃ**—যাঁরা এখন পরম শান্তি লাভ করেছেন; **উপরত-আত্মানঃ**—যাঁরা তাঁদের মন এবং ইন্দ্রিয়কে সংযত করেছেন; **সমবগচ্ছন্তি**—অনায়াসে প্রাপ্ত হন।

অনুবাদ

সমস্ত জীবের সুহৃৎ মহাত্মারা শান্ত চিত্ত। তাঁরা তাঁদের মন এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে বশীভূত করেছেন, এবং তাঁরা অনায়াসে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার মুক্তির পথ প্রাপ্ত হন। দুর্ভাগ্যবশত সংসারাসক্ত মানুষেরা তাঁদের সঙ্গ করতে পারে না।

তাৎপর্য

মহাত্মা জড় ভরত দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ সংসারের অবস্থা এবং তা থেকে মুক্তি লাভের উপায়—এই দুই বিষয়েই এখানে বর্ণনা করেছেন। ভব-বন্ধন মোচনের একমাত্র উপায় হচ্ছে ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ, এবং এই সঙ্গ লাভ করা অতি সহজ। যদিও দুর্ভাগা মানুষেরাও এই সুযোগ পায়, কিন্তু তাদের দুর্ভাগ্যবশত তারা শুদ্ধ ভক্তের শরণাগত হতে পারে না, এবং তার ফলে তারা নিরন্তর দুঃখকষ্ট ভোগ করে। তা সত্ত্বেও এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সকলকে অনুরোধ করে যাতে তারা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার পন্থা গ্রহণ করে। কৃষ্ণভক্তির প্রচারকেরা দ্বারে দ্বারে গিয়ে মানুষকে জানিয়ে দেন, কিভাবে দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ জড়-জাগতিক জীবন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, *গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ* । কারোর যদি

একটুও বুদ্ধি থাকে, তাহলে তিনি কৃষ্ণভক্তির পন্থা অনুশীলন করে জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ অবস্থা থেকে মুক্ত হতে পারেন।

শ্লোক ৪০

যদপি দিগিভজয়িনো যজ্বিনো যে বৈ রাজর্ষয়ঃ কিং তু পরং মৃধে শয়ীরন্নস্যামেব মমেয়মিতি কৃতবৈরানুবন্ধায়াং বিসৃজ্য স্বয়মুপসংহৃতাঃ ॥ ৪০ ॥

যৎ-অপি—যদিও; **দিক্-ইভ-জয়িনঃ**—দিগ্বিজয়ী; **যজ্বিনঃ**—মহান যজ্ঞ অনুষ্ঠানে পারদর্শী; **যে**—যারা সকলে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **রাজ-ঋষয়ঃ**—রাজর্ষি; **কিম্ তু**—কিন্তু; **পরম্**—কেবল এই পৃথিবী; **মৃধে**—যুদ্ধে; **শয়ীরন্**—শয়ন করে; **অস্যাম্**—এই পৃথিবীর উপর; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **মম**—আমার; **ইয়ম্**—এই; **ইতি**—এইভাবে বিবেচনা করে; **কৃত**—সৃষ্ট; **বৈর-অনুবন্ধায়াম্**—অন্যের প্রতি শত্রু-ভাবাপন্ন; **বিসৃজ্য**—পরিত্যাগ করে; **স্বয়ম্**—তার নিজের জীবন; **উপসংহৃতাঃ**—মৃত।

অনুবাদ

বহু রাজর্ষি ছিলেন যাঁরা যজ্ঞ অনুষ্ঠানে অত্যন্ত পারদর্শী এবং দিগ্বিজয়ী বীর ছিলেন। কিন্তু এত শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা ভগবদ্ভক্তি লাভ করতে পারেননি। তার কারণ হচ্ছে এই সমস্ত মহান রাজারা দেহাত্মবুদ্ধির ভ্রান্ত ধারণা জয় করতে পারেননি। তার ফলে তাঁরা অন্য রাজাদের সঙ্গে শত্রুতা সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধন না করেই মৃত্যুবরণ করেছেন।

তাৎপর্য

জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া, যাতে দেহত্যাগের পর কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে কৃষ্ণলোকে ফিরে যাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র অথবা যে বৃত্তিতেই মানুষ যুক্ত থাকুন না কেন, তা পরিত্যাগ করার কোন প্রয়োজন হয় না । যে কোন অবস্থাতেই, স্বধর্ম অনুষ্ঠান করে, কেবল শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি এবং কৃষ্ণ-তত্ত্ববিজ্ঞান শিক্ষাদানে সমর্থ ভগবদ্ভক্তদের সঙ্গ করার ফলে, কৃষ্ণভাবনামৃতের বিকাশ সাধন করা যায়। দুর্ভাগ্যবশত, এই জড় জগতের বড় বড় রাজনীতিবিদ এবং নেতারা কেবল শত্রুতারই সৃষ্টি করে। তারা মানুষের পারমার্থিক উন্নতি সম্বন্ধে আগ্রহী নয়। জড়-

জাগতিক প্রগতি সাধারণ মানুষের কাছে অত্যন্ত সুখদায়ক বলে মনে হতে পারে, কিন্তু চরমে তাকে পরাস্ত হতে হয়, কারণ সে তার জড় শরীরটিকে তার স্বরূপ বলে মনে করে এবং তার শরীরের সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত বস্তুকে তার নিজের সম্পত্তি বলে মনে করে। এটিই হচ্ছে অবিদ্যা। প্রকৃতপক্ষে কিছুই তার নয়। এমনকি তার দেহটিও তার নয়। মানুষ তার কর্মের ফলে একটি বিশেষ শরীর প্রাপ্ত হয়, এবং সে যদি ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য তার সেই শরীরটির সদ্ব্যবহার না করে, তাহলে তার সমস্ত কার্যকলাপ ব্যর্থ হয়। জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/২/১৩) বর্ণিত হয়েছে—

অতঃ পুম্ভির্দ্বিজশ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ ।
স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্ ॥

মানুষ কোন্ কার্যকলাপে যুক্ত তাতে কিছু যায় আসে না। সে যদি কেবল ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করে, তাহলেই তার জীবন সার্থক হয়।

শ্লোক ৪১

কর্মবল্লীমবলম্ব্য তত আপদঃ কথঞ্চিন্নরকাদ্‌বিমুক্তঃ পুনরপ্যেবং সংসারাধ্বনি বর্তমানো নরলোকসার্থমুপযাতি এবমুপরি গতোঽপি ॥ ৪১ ॥

কর্ম-বল্লীম্—সকাম কর্মরূপ লতার; **অবলম্ব্য**—আশ্রয় করে; **ততঃ**—তা থেকে; **আপদঃ**—ভয়ঙ্কর অথবা ক্লেশজনক পরিস্থিতি; **কথঞ্চিৎ**—কোন না কোন ভাবে; **নরকাৎ**—নারকীয় পরিস্থিতি থেকে; **বিমুক্তঃ**—মুক্ত হয়ে; **পুনরপি**—পুনরায়; **এবম্**—এইভাবে; **সংসার-অধ্বনি**—সংসার মার্গে; **বর্তমানঃ**—বর্তমান; **নর-লোক-সার্থম্**—স্বার্থময় জড় কার্যকলাপের ক্ষেত্র; **উপযাতি**—সে প্রবেশ করে; **এবম্**—এইভাবে; **উপরি**—উপরে (উচ্চতর লোকে); **গতঃ অপি**—উন্নীত হওয়া সত্ত্বেও।

অনুবাদ

বদ্ধ জীব যখন সকাম কর্মরূপ লতাকে আশ্রয় করে, তখন সে তার পুণ্যকর্মের প্রভাবে স্বর্গলোকে উন্নীত হয়ে নারকীয় পরিস্থিতি থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সে চিরকাল সেখানে থাকতে পারে না। তার সকাম কর্মের ফল ভোগ করার পর, তাকে পুনরায় মর্ত্যলোকে ফিরে আসতে হয়। এইভাবে সে নিরন্তর ঊর্ধ্বগামী ও নিম্নগামী হচ্ছে।

তাৎপর্য

এই সম্পর্কে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব ।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥

(*শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মধ্য* ১৯/১৫১)

সৃষ্টি থেকে শুরু করে প্রলয় পর্যন্ত কোটি কোটি বছর ধরে ভ্রমণ করলেও, শুদ্ধ ভক্তের শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ না করা পর্যন্ত, সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। বানর যেমন একটি বটবৃক্ষের শাখা আশ্রয় করে আনন্দ উপভোগ করছে বলে মনে করে, তেমনই বদ্ধ জীব তার জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য না জেনে, কর্মকাণ্ডের মার্গ অবলম্বন করে। কখনও কখনও সে তার কর্মের প্রভাবে স্বর্গলোকে উন্নীত হয়, এবং কখনও তাকে এই পৃথিবীতে ফিরে আসতে হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তা *ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে* বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় কেউ যখন শ্রীগুরুদেবের আশ্রয় লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন, তখন তিনি কিভাবে ভগবানের সেবা করতে হয় সেই শিক্ষা প্রাপ্ত হন। এইভাবে তিনি জানতে পারেন কিভাবে এই জড় জগতের ঊর্ধ্বে এবং নিম্নে পরিভ্রমণ করার ক্লেশ থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। তাই বেদে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে শ্রীগুরুদেবের শরণাগত হওয়ার। বেদের ঘোষণা হচ্ছে—*তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ* (*মুণ্ডক উপনিষদ* ১/২/১২)। তেমনই *ভগবদ্গীতায়* (৪/৩৪) ভগবান উপদেশ দিয়েছেন—

তদ্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া ।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥

"শ্রীগুরুর শরণাগত হয়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার চেষ্টা কর। বিনম্রভাবে তাঁর কাছে প্রশ্ন কর এবং তাঁর সেবা কর। তত্ত্বজ্ঞানী মহাত্মা তোমাকে সেই জ্ঞান প্রদান করতে পারেন কারণ তিনি তত্ত্ব দর্শন করেছেন।" *শ্রীমদ্ভাগবতেও* (১১/৩/২১) এই ধরনের উপদেশ দেওয়া হয়েছে—

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্ ।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্ ॥

"যে ব্যক্তি ঐকান্তিকভাবে প্রকৃত সুখ লাভের বাসনা করে, তার অবশ্য কর্তব্য সদ্গুরুর অন্বেষণ করে দীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে তাঁর শরণ গ্রহণ করা। সদ্গুরুর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, তিনি শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত উপলব্ধি করেছেন এবং অন্যদেরও তিনি সেই

সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে প্রতীতি উৎপাদনে সক্ষম। এই প্রকার মহাত্মা, যিনি ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, সমস্ত জড়-জাগতিক বিচার উপেক্ষা করে তাঁকে সদ্‌গুরু বলে মনে করা উচিত।" তেমনই, মহান বৈষ্ণব শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরও উপদেশ দিয়েছেন, *যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎ-প্রসাদঃ*—"শ্রীগুরুদেবের কৃপায় শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভ করা যায়।" এই একই উপদেশ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দিয়েছেন—*গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ* । এটিই পরম আবশ্যক। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে কৃষ্ণভক্তির পথ অবলম্বন করা, এবং সেই জন্য শুদ্ধ ভক্তের আশ্রয় গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য। এইভাবে ভব-বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

শ্লোক ৪২

তস্যেদমুপগায়ন্তি—

আর্ষভস্যেহ রাজর্ষের্মনসাপি মহাত্মনঃ ।
নানুবর্ত্মার্হতি নৃপো মক্ষিকেব গরুত্মতঃ ॥ ৪২ ॥

তস্য—জড় ভরতের; **ইদম্**—এই মহিমা; **উপগায়ন্তি**—কীর্তন করেন; **আর্ষভস্য**—ঋষভদেবের পুত্রের; **ইহ**—এখানে; **রাজ-ঋষেঃ**—মহান ঋষিসদৃশ রাজার; **মনসা অপি**—মনের দ্বারাও; **মহা-আত্মনঃ**—মহাত্মা জড় ভরতের; **ন**—না; **অনুবর্ত্ম অর্হতি**—পথ অনুসরণে সমর্থ; **নৃপঃ**—রাজা; **মক্ষিকা**—মাছি; **ইব**—সদৃশ; **গরুত্মতঃ**—ভগবানের বাহন গরুড়ের।

অনুবাদ

জড় ভরতের উপদেশ সংক্ষেপে বর্ণনা করে, শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, ভগবানের বাহন গরুড় যে পথ অবলম্বন করেন, জড় ভরত প্রদর্শিত পথ তারই মতো, আর সাধারণ রাজারা ঠিক মাছির মতো। মাছি গরুড়ের মার্গ অনুসরণ করতে পারে না, তেমনই আজ পর্যন্ত কোনও রাজা এবং দিগ্বিজয়ী নেতা মনের দ্বারাও রাজর্ষি ভরতের এই ভক্তিমার্গ অনুসরণে সমর্থ হয়নি।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৭/৩) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে ।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥

"হাজার হাজার মানুষের মধ্যে কোন একজন সিদ্ধি লাভের চেষ্টা করেন, এবং যাঁরা সিদ্ধি লাভ করেছেন, তাঁদের মধ্যে কদাচিৎ কোন একজন আমাকে তত্ত্বত জানতে পারেন।" ভগবদ্ভক্তির মার্গ বহু শত্রুবিজয়ী রাজাদের পক্ষেও অত্যন্ত কঠিন। যদিও এই সমস্ত রাজারা যুদ্ধক্ষেত্রে বিজয় প্রাপ্ত হয়েছেন, তবুও তাঁরা দেহাত্মবুদ্ধি জয় করতে পারেননি। বহু বড় বড় নেতা, যোগী, স্বামী এবং তথাকথিত অবতার রয়েছে, যারা মানসিক জল্পনা-কল্পনার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত এবং তারা নিজেদের সিদ্ধপুরুষ বলে প্রচার করে, কিন্তু চরমে তারা সফল হয় না। ভগবদ্ভক্তির পন্থা অনুসরণ করা অবশ্যই অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু যিনি প্রকৃতপক্ষে মহাজনের মার্গ অনুসরণ করতে চান, তাঁর পক্ষে তা অত্যন্ত সরল। এই যুগে অধঃপতিত জীবদের উদ্ধার করার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অবতীর্ণ হয়েছেন এবং তাঁর প্রদর্শিত পন্থাই হচ্ছে প্রকৃষ্ট পন্থা। এই পথ এতই সহজ ও সরল যে, সকলেই ভগবানের নাম কীর্তনরূপ এই পন্থাটি অনায়াসে গ্রহণ করতে পারে।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের দ্বারা এই পথ যে পৃথিবীর সর্বত্র প্রশস্ত হচ্ছে এবং বহু ইউরোপিয়ান ও আমেরিকান ছেলে-মেয়েরা যে নিষ্ঠা সহকারে এই দর্শনটি অবলম্বন করে ক্রমশ সিদ্ধি লাভের পথে অগ্রসর হচ্ছে, তা দেখে আমরা গভীর তৃপ্তি অনুভব করি।

শ্লোক ৪৩

যো দুস্ত্যজান্ দারসুতান্ সুহৃদ্রাজ্যং হৃদিস্পৃশঃ ।
জহৌ যুবৈব মলবদুত্তমশ্লোকলালসঃ ॥ ৪৩ ॥

যঃ—সেই জড় ভরত যিনি পূর্বে মহারাজ ঋষভদেবের পুত্র মহারাজ ভরত ছিলেন; **দুস্ত্যজান্**—যা ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন; **দার-সুতান্**—পত্নী এবং সন্তান অথবা অত্যন্ত ঐশ্বর্যপূর্ণ গৃহস্থ-জীবন; **সুহৃৎ**—বন্ধু এবং শুভাকাঙ্ক্ষীগণ; **রাজ্যম্**—বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য; **হৃদি-স্পৃশঃ**—হৃদয়ের অভ্যন্তরে যা অবস্থিত; **জহৌ**—তিনি পরিত্যাগ করেছিলেন; **যুবা এব**—যৌবনেই; **মলবৎ**—বিষ্ঠার মতো; **উত্তম-শ্লোক-লালসঃ**—উত্তমশ্লোক ভগবানের সেবার জন্য লালায়িত হয়ে।

অনুবাদ

মহারাজ ভরত তাঁর যৌবনেই উত্তমশ্লোক ভগবানের সেবার লালসায় সবকিছু পরিত্যাগ করেছিলেন। তিনি তাঁর সুন্দরী স্ত্রী, আদরের সন্তান, সুহৃৎ এবং বিশাল সাম্রাজ্য, সবই ত্যাগ করেছিলেন। যদিও এগুলি ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন, তবুও মহারাজ ভরত এমনই একজন মহাপুরুষ ছিলেন যে, তিনি মলবৎ সেগুলি পরিত্যাগ করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবানের নাম কৃষ্ণ কারণ তিনি এতই আকর্ষণীয় যে, তাঁর জন্য শুদ্ধ ভক্ত এই জড় জগতের সবকিছু পরিত্যাগ করতে পারেন। মহারাজ ভরত ছিলেন একজন রাজা, শিক্ষক এবং সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর। এই জড় জগতের সমস্ত ঐশ্বর্য তাঁর কাছে ছিল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এতই আকর্ষণীয় যে, মহারাজ ভরত তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁর সমস্ত জড় সম্পদ ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও মহারাজ ভরত একটি হরিণ-শিশুর প্রতি স্নেহাসক্ত হওয়ার ফলে, পরবর্তী জীবনে হরিণ-শরীর প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাঁর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অসীম কৃপার ফলে তিনি তাঁর ভগবদ্ভক্তি বিস্মৃত হননি, এবং কিভাবে যে তাঁর অধঃপতন হয়েছিল তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। তাই পরবর্তী জীবনে জড় ভরত রূপে তিনি সতর্ক ছিলেন যাতে তাঁর শক্তির অপচয় না হয়, এবং সেই জন্য তিনি মূক ও বধিররূপে আচরণ করেছিলেন। কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনে যে কি প্রকার সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় তা মহারাজ ভরতের কাছ থেকে আমরা শিখতে পারি। একটু অসাবধানতার ফলে আমাদের ভগবদ্ভক্তি সাময়িকভাবে ব্যাহত হতে পারে। যদিও ভগবানের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত সেবা কখনও ব্যর্থ হয় না—*স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ* (*ভগবদ্গীতা* ২/৪০)। নিষ্ঠা সহকারে ভগবানের জন্য সম্পাদিত স্বল্প সেবাও শাশ্বত সম্পদ হয়ে থাকে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/৫/১৭) বলা হয়েছে—

ত্যক্ত্বা স্বধর্মং চরণাম্বুজং হরে-
র্ভজন্নপক্কোঽথ পতেত্ততো যদি ।
যত্র ক্ব বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং
কো বার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্মতঃ ॥

কেউ যদি কোন না কোন মতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হন, তাহলে যে ভক্তি তিনি সম্পাদন করেন তা চিরকালের সম্পদ হয়ে থাকে। অপরিপক্কতা অথবা অসৎ-সঙ্গের প্রভাবে কারোর যদি অধঃপতনও হয়, তবুও তার ভক্তিরূপ সম্পদ

কখনও হারিয়ে যায় না। তার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে, যেমন—অজামিল, মহারাজ ভরত এবং অন্য অনেকে। এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সকলকেই অন্তত কিছুকালের জন্য ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ার সুযোগ দিচ্ছে। স্বল্প সেবাও পারমার্থিক পথে অগ্রসর হওয়ার অনুপ্রেরণা প্রদান করে এবং তার ফলে জীবন সার্থক হয়।

এই শ্লোকে ভগবানকে *উত্তমশ্লোক* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের একটি ঐশ্বর্য হচ্ছে যশ। *ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য বীর্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ*। শ্রীকৃষ্ণের যশ এখনও বর্ধিত হচ্ছে। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রসারের মাধ্যমে আমরা শ্রীকৃষ্ণের যশ বিস্তার করছি। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পাঁচ হাজার বছর পরেও শ্রীকৃষ্ণের যশ সারা পৃথিবী জুড়ে বিস্তার লাভ করছে। এই পৃথিবীর প্রতিটি বিশিষ্ট ব্যক্তি অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে শুনেছেন, বিশেষ করে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের ফলে, বর্তমান সময়ে, এমনকি যারা আমাদের পছন্দ করে না এবং আমাদের এই আন্দোলনে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে, তারাও কোন না কোনও ভাবে হরেকৃষ্ণ কীর্তন করছে। তারা বলে, "এই হরেকৃষ্ণদের দণ্ড দিতে হবে।" এই সমস্ত মূর্খ মানুষেরা এই আন্দোলনের প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ করতে পারে না, কিন্তু তারা যে এই আন্দোলনের সমালোচনা করছে, তার ফলেও তারা হরেকৃষ্ণ কীর্তন করার সুযোগ পাচ্ছে, এবং সেটিই এই আন্দোলনের সাফল্য।

শ্লোক ৪৪

যো দুস্ত্যজান্ ক্ষিতিসুতস্বজনার্থদারান্
প্রার্থ্যাং শ্রিয়ং সুরবরৈঃ সদয়াবলোকাম্ ।
নৈচ্ছন্নৃপস্তদুচিতং মহতাং মধুদ্বিট্-
সেবানুরক্তমনসামভবোঽপি ফল্গুঃ ॥ ৪৪ ॥

যঃ—যিনি; **দুস্ত্যজান্**—যা ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন; **ক্ষিতি**—পৃথিবী; **সুত**—সন্তান; **স্বজন-অর্থ-দারান্**—আত্মীয়-স্বজন, ধন-সম্পদ এবং সুন্দরী পত্নী; **প্রার্থ্যাম্**—প্রার্থনীয়; **শ্রিয়ম্**—লক্ষ্মীদেবী; **সুর-বরৈঃ**—সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতাদের দ্বারা; **সদয়-অবলোকাম্**—কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিপাত; **ন**—না; **ঐচ্ছৎ**—আকাঙ্ক্ষা করেন; **নৃপঃ**—রাজা; **তৎ-উচিতম্**—তাঁর উপযুক্ত; **মহতাম্**—মহাত্মাদের; **মধু-দ্বিট্**—মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ; **সেবা-অনুরক্ত**—প্রেমময়ী সেবার দ্বারা আকৃষ্ট; **মনসাম্**—যাঁদের মন; **অভবঃ অপি**—এমনকি মোক্ষপদও; **ফল্গুঃ**—তুচ্ছ।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, ভরত মহারাজের কার্যকলাপ অত্যন্ত আশ্চর্যজনক। অন্যের পক্ষে যা ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন তা তিনি ত্যাগ করেছিলেন। তিনি তাঁর রাজ্য, সুন্দরী পত্নী এবং পরিবার পরিত্যাগ করেছিলেন। দেবতাদেরও প্রার্থনীয় তাঁর অতুল ঐশ্বর্য তিনি ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর মতো মহাপুরুষই মহান ভক্ত হওয়ার যোগ্য। তিনি সবকিছু পরিত্যাগ করতে সক্ষম হয়েছিলেন কারণ তিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য, যশ, জ্ঞান, বল এবং বৈরাগ্যের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এতই আকর্ষণীয় যে, তাঁর জন্য সমস্ত বাঞ্ছনীয় বস্তু ত্যাগ করা যায়। যাঁদের মন ভগবানের প্রেমময়ী সেবার দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছে, তাঁদের কাছে মুক্তিও তুচ্ছ বলে মনে হয়।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ যে সর্বাকর্ষক তা এই শ্লোকে প্রতিপন্ন হয়েছে। মহারাজ ভরত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এতই আকৃষ্ট হয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর সমস্ত জড়-জাগতিক সম্পদ পরিত্যাগ করেছিলেন। বিষয়াসক্ত মানুষেরা সাধারণত এই বৈভবের দ্বারা আকৃষ্ট হয়।

অতো গৃহক্ষেত্রসুতাপ্তবিত্তৈ-
র্জনস্য মোহোঽয়মহং মমেতি ।

(শ্রীমদ্ভাগবত ৫/৫/৮)

"মানুষ তার দেহ, গৃহ, সম্পত্তি, সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন এবং ধন-সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এইভাবে তার মোহ বর্ধিত হয় এবং সে 'আমি ও আমার' এই ভাবধারার দ্বারা প্রভাবিত হয়।" মায়ার প্রভাবেই জীব জড় বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়। জড় বিষয়ের প্রতি আকর্ষণের কোন মূল্য নেই, কারণ বদ্ধ জীব সেগুলির দ্বারা বিমোহিত হয়। কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণের বল, সৌন্দর্য, *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে বর্ণিত তাঁর লীলা ইত্যাদির দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে তাঁর ভাবনায় মগ্ন হয়, তখন তার জীবন সার্থক হয়। মায়াবাদীরা ভগবানের অস্তিত্বে লীন হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মসাযুজ্যের থেকে অনেক বেশি আকর্ষণীয়। *অভবঃ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে "এই জড় জগতে আর জন্মগ্রহণ করতে হবে না।" তাঁকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হবে কি না তা নিয়ে ভক্ত কখনও মাথা ঘামান না। তিনি কেবল সর্ব অবস্থাতেই ভগবানের সেবা করার মাধ্যমে সন্তুষ্ট হন। সেটিই হচ্ছে প্রকৃত মুক্তি—

ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্মণা মনসা গিরা ।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥

"যিনি তাঁর দেহ, মন, বুদ্ধি এবং বাণীর দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন, তিনি এই জড় জগতে থাকলেও মুক্ত।" (*ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* ১/২/১৮৭) যিনি সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করতে চান, তিনি অন্যদেরও এই বিশ্বাস প্রদান করার চেষ্টা করেন যে, ভগবান রয়েছেন এবং তিনি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। সেটিই তাঁর অভিলাষ। তিনি স্বর্গে থাকেন কিংবা নরকে থাকেন তা দিয়ে তাঁর কিছু যায় আসে না। এটিকে বলা হয় *উত্তমশ্লোক-লালস* ।

শ্লোক ৪৫

যজ্ঞায় ধর্মপতয়ে বিধিনৈপুণায়
যোগায় সাংখ্যশিরসে প্রকৃতীশ্বরায় ।
নারায়ণায় হরয়ে নম ইত্যুদারং
হাস্যন্ মৃগত্বমপি যঃ সমুদাজহার ॥ ৪৫ ॥

যজ্ঞায়—সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা পরমেশ্বর ভগবানকে; **ধর্ম-পতয়ে**—ধর্মের পতি বা প্রবর্তককে; **বিধি-নৈপুণায়**—যিনি ভক্তকে দক্ষতা সহকারে বিধি-বিধান পালন করার বুদ্ধি প্রদান করেন; **যোগায়**—মূর্তিমান যোগকে; **সাংখ্য-শিরসে**—যিনি সাংখ্য দর্শন শিক্ষা দান করেছিলেন অথবা যিনি পৃথিবীর মানুষকে সাংখ্য জ্ঞান প্রদান করেন; **প্রকৃতি-ঈশ্বরায়**—সারা জগতের পরম নিয়ন্তা; **নারায়ণায়**—অসংখ্য জীবের যিনি আশ্রয় (*নর* শব্দটির অর্থ হচ্ছে জীব এবং *অয়ন* শব্দটির অর্থ হচ্ছে আশ্রয়); **হরয়ে**—ভগবান শ্রীহরিকে; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণতি; **ইতি**—এইভাবে; **উদারম্**—উদাত্তস্বরে; **হাস্যন্**—হেসে; **মৃগত্বম্ অপি**—মৃগশরীর ধারণ করা সত্ত্বেও; **যঃ**—যিনি; **সমুদাজহার**—কীর্তন করেছিলেন।

অনুবাদ

মৃগশরীর প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও মহারাজ ভরত পরমেশ্বর ভগবানকে বিস্মৃত হননি; তাই মৃগশরীর ত্যাগ করার সময় তিনি উচ্চস্বরে এই প্রার্থনাটি করেছিলেন—"ভগবান সাক্ষাৎ যজ্ঞপুরুষ। তিনি কর্মসমূহের ফলদাতা। তিনি ধর্মের রক্ষক, সাক্ষাৎ অষ্টাঙ্গ-যোগমূর্তি, সমস্ত জ্ঞানের উৎস, সমগ্র সৃষ্টির নিয়ন্তা এবং সমস্ত

জীবের অন্তর্যামী। তিনি পরম সুন্দর। তাঁর দিব্য প্রেমময়ী সেবায় আমি যেন নিরন্তর যুক্ত থাকতে পারি। এই আশা নিয়ে তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করে, আমি এই দেহ ত্যাগ করছি।" এই প্রার্থনা উচ্চারণ করে মহারাজ ভরত দেহত্যাগ করেছিলেন।

তাৎপর্য

সমস্ত বেদের উদ্দেশ্য হচ্ছে কর্ম, জ্ঞান এবং যোগ সম্বন্ধে জ্ঞান প্রদান করা। আধ্যাত্মিক উপলব্ধির যে পন্থাই আমরা গ্রহণ করি না কেন, তার চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ। ভক্তির মাধ্যমে জীব চিরকাল তাঁর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। সে সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে, *অন্তে নারায়ণ-স্মৃতিঃ*—জীবনের চরম সিদ্ধি হচ্ছে মৃত্যুর সময়ে নারায়ণকে স্মরণ করা। ভরত মহারাজ যদিও মৃগশরীর ধারণ করেছিলেন, তবুও তিনি মৃত্যুর সময় নারায়ণকে স্মরণ করতে পেরেছিলেন। তার ফলে তিনি এক ব্রাহ্মণ পরিবারে শুদ্ধ ভক্তরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। *ভগবদ্গীতার* (৬/৪১) বাণী তা প্রতিপন্ন করে, *শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে*—"যিনি আত্ম-উপলব্ধির পথ থেকে স্খলিত হন, তিনি ব্রাহ্মণ অথবা সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।" মহারাজ ভরত যদিও রাজপরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তবুও অসাবধানতার ফলে তাঁকে মৃগশরীরে জন্মগ্রহণ করতে হয়েছিল। সেই মৃগশরীরে যেহেতু তিনি অত্যন্ত সাবধান ছিলেন, তাই তিনি জড় ভরতরূপে ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই জীবনে তিনি পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় ছিলেন, এবং মহারাজ রহূগণকে প্রথম উপদেশ দেওয়ার পর থেকে তিনি কৃষ্ণভাবনামৃতের বাণী প্রচার করেছিলেন। এই সূত্রে *যোগায়* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। অষ্টাঙ্গ-যোগের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হওয়া। শ্রীপাদ মধ্বাচার্য সেই কথা বলেছেন। কতকগুলি যোগসিদ্ধি প্রদর্শন করা যোগের উদ্দেশ্য নয়।

শ্লোক ৪৬

য ইদং ভাগবতসভাজিতাবদাতগুণকর্মণো রাজর্ষের্ভরতস্যানুচরিতং স্বস্ত্যয়নমায়ুষ্যং ধন্যং যশস্যং স্বর্গ্যাপবর্গ্যং বানুশৃণোত্যাখ্যাস্যত্যভিনন্দতি চ সর্বা এবাশিষ আত্মন আশাস্তে ন কাঞ্চন পরত ইতি ॥ ৪৬ ॥

যঃ—যে; **ইদম্**—এই; **ভাগবত**—মহাভাগবতদের দ্বারা; **সভাজিত**—সংস্তুত; **অবদাত**—বিশুদ্ধ; **গুণ**—যাঁর গুণাবলী; **কর্মণঃ**—এবং কার্যকলাপ; **রাজ-ঋষেঃ**—

রাজর্ষি; **ভরতস্য**—ভরত মহারাজের; **অনুচরিতম্**—চরিত্র; **স্বস্তি-অয়নম্**—মঙ্গলজনক; **আয়ুষ্যম্**—আয়ু বৃদ্ধিকারী; **ধন্যম্**—ধন বৃদ্ধিকারী; **যশস্যম্**—যশপ্রদ; **স্বর্গ্য**—স্বর্গলোকে উন্নতি প্রদানকারী (যা কর্মীদের লক্ষ্য); **অপবর্গ্যম্**—জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ব্রহ্মসাযুজ্য রূপ মুক্তি প্রদানকারী (যা জ্ঞানীদের লক্ষ্য); **বা**—অথবা; **অনুশৃণোতি**—ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করে সর্বদা শ্রবণ করে; **আখ্যাস্যতি**—অন্যের উপকারের জন্য বর্ণনা করেন; **অভিনন্দতি**—ভগবান এবং তাঁর ভক্তদের গুণগান করেন; **চ**—এবং; **সর্বাঃ**—সমস্ত; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **আশিষঃ**—আশীর্বাদ; **আত্মনঃ**—নিজের জন্য; **আশাস্তে**—প্রাপ্ত হন; **ন**—না; **কাঞ্চন**—কোন কিছু; **পরতঃ**—অন্য কারও কাছ থেকে; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

শ্রবণ ও কীর্তনে আগ্রহী ভক্তেরা নিয়মিতভাবে ভরত মহারাজের বিশুদ্ধ চরিত্র আলোচনা করেন এবং তাঁর কার্যকলাপের মহিমা কীর্তন করেন। কেউ যদি বিনীতভাবে মঙ্গলময় মহারাজ ভরতের কথা শ্রবণ এবং কীর্তন করেন, তাহলে তাঁর পরমায়ু বৃদ্ধি হয়, ধন বৃদ্ধি হয়, যশ লাভ হয়, অনায়াসে স্বর্গলোক প্রাপ্তি হয় অথবা মোক্ষ লাভ হয়। মহারাজ ভরতের চরিত্র কেবল শ্রবণ এবং কীর্তন করার ফলে সমস্ত অভীষ্ট লাভ হয়। এইভাবে সমস্ত ঐহিক এবং পারমার্থিক বাসনা চরিতার্থ করা যায়। অন্যের কাছে সেগুলি প্রার্থনা করার আর কোন প্রয়োজন হয় না, কারণ মহারাজ ভরতের জীবন-চরিত কেবল অধ্যয়ন করার ফলে সমস্ত ঈপ্সিত বস্তু লাভ করা যায়।

তাৎপর্য

এই চতুর্দশ অধ্যায়ে *ভবাটবীর* সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। *ভবাটবী* শব্দটির অর্থ হচ্ছে প্রবৃত্তি মার্গ। বণিক হচ্ছে জীবাত্মা, যে সংসাররূপ এই অরণ্যে এসে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করে। ছয় জন দস্যু হচ্ছে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক এবং মন। অসৎ নেতা হচ্ছে জড় বুদ্ধি। বুদ্ধির উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষ্ণভক্তি, কিন্তু সংসার-বন্ধনের ফলে বুদ্ধি বিকৃত হয়ে জড়-জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অন্বেষণে যুক্ত হয়। সবকিছুই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের, কিন্তু আমাদের বিকৃত মন এবং ইন্দ্রিয়ের প্রভাবে, আমরা ভগবানের সম্পত্তি অপহরণ করে আমাদের ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য তার ব্যবহার করি। অরণ্যের বৃক এবং ব্যাঘ্র হচ্ছে আমাদের আত্মীয়-স্বজন, এবং লতা-গুল্ম হচ্ছে আমাদের জড় বাসনা।

পর্বতকন্দর আমাদের সুখময় বাসগৃহ, এবং মশক ও সর্প হচ্ছে আমাদের শত্রু। ইঁদুর, বন্যপশু এবং শকুনিরা হচ্ছে আমাদের সম্পদ অপহরণকারী বিভিন্ন প্রকার চোর, এবং গন্ধর্বপুর হচ্ছে আমাদের অলীক দেহ ও গৃহ। আলেয়া হচ্ছে স্বর্ণের প্রতি আসক্তি, এবং আমাদের জড় বাসস্থান ও ধন-সম্পদ হচ্ছে আমাদের জড় সুখভোগের বিষয়সমূহ। ঘূর্ণিবায়ু হচ্ছে আমাদের স্ত্রীর প্রতি আকর্ষণ, এবং ধূলির ঝড় হচ্ছে মৈথুনের সময় অন্ধ কামনার অনুভূতি। দেবতারা বিভিন্ন দিক নিয়ন্ত্রণ করেন, এবং ঝিল্লি হচ্ছে আমাদের অনুপস্থিতিতে শত্রুদের দুর্বচন। পেঁচা হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে প্রত্যক্ষভাবে আমাদের অপমান করে, এবং পুণ্যহীন বৃক্ষগুলি হচ্ছে পুণ্যহীন মানুষেরা। জলহীন নদী নাস্তিকদের প্রতীক, যারা ইহলোকে এবং পরলোকে কষ্ট দেয়। রাজকর্মচারীরা হচ্ছে মাংসাশী রাক্ষস, এবং জীবনের বাধা-বিপত্তিগুলি হচ্ছে কণ্টক। মৈথুনের ক্ষণস্থায়ী আনন্দ হচ্ছে পরস্ত্রী উপভোগের বাসনা, আর মাছিগুলি হচ্ছে পতি, শ্বশুর, শাশুড়ি আদি পরস্ত্রীর অভিভাবকেরা। লতা হচ্ছে স্ত্রীজাতি। সিংহ হচ্ছে কালচক্র, এবং বক, কাক শকুনি ইত্যাদি হচ্ছে ভণ্ড দেবতা, স্বামী, যোগী ও অবতার। এদের ক্লেশ নিবারণ করার কোন ক্ষমতা নেই। হংস হচ্ছে আদর্শ ব্রাহ্মণ, এবং বানর হচ্ছে আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন পরায়ণ অসংযত শূদ্রেরা। সেই বানরদের বিচরণক্ষেত্র বৃক্ষগুলি হচ্ছে আমাদের গৃহ, এবং হস্তী হচ্ছে মৃত্যু। এইভাবে এই অধ্যায়ে জড় অস্তিত্বের সমস্ত উপাদানগুলি বর্ণনা করা হয়েছে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের 'সংসার সুখভোগের মহা অরণ্য' নামক চতুর্দশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য ।